সামুয়েল

দ্বিতীয় পুস্তক

দাউদের কাছে সৌলের মৃত্যু-সংবাদ

১ সৌলের মৃত্যু হয়েছিল, এবং দাউদ আমালেকীয়দের পরাস্ত করার পর ফিরে এসে সিক্লাগে দু'
দিন কাটিয়েছিলেন। ২ তৃতীয় দিনে, সৌলের শিবির থেকে একজন লোক এল, তার জামাকাপড়
ছেঁড়া, মাথায় ধুলা; দাউদের কাছে এসে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করল। ৩ দাউদ তাকে
জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থেকে আসছ?' সে উত্তর দিল, 'আমি ইস্রায়েলের শিবির থেকে পালিয়ে
আসছি।' ৪ দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, বল তো?' উত্তরে সে বলল, 'লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র
ছেড়ে পালিয়ে গেছে; লোকদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়েছে; সৌল ও যোনাথানও মারা
পড়েছেন।' ৫ যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল, তাকে দাউদ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন করে
জান যে, সৌল ও যোনাথান মারা পড়েছেন?' ৬ যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল, সে উত্তরে বলল, 'দৈবাৎ
আমি গিল্‌বোয়া পর্বতে এসে পড়েছিলাম, আর দেখ, বর্শার উপরে ভর করে সেখানে সৌল
রয়েছেন, এবং দেখ, রথ ও অশ্বারোহীরা এসে তাঁর চারদিকে চাপাচাপি করে রয়েছে। ৭ তিনি
পিছনে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে কাছে ডাকলেন; আমি বললাম, এই যে আমি! ৮ তিনি আমাকে
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, আমি একজন আমালেকীয়। ৯ তখন তিনি
আমাকে বললেন, আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে মেরে ফেল, কারণ আমার মাথা ঘুরছে,
কিন্তু আমার মধ্যে এখনও সম্পূর্ণ প্রাণ রয়েছে। ১০ তাই আমি তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মেরে
ফেললাম; আসলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তেমন পতনের পরে তিনি আর বাঁচবেন না।
তারপর তাঁর মাথায় যে মুকুট ছিল, ও বাহুতে যে বলয় ছিল, তা নিয়ে এখানে আমার প্রভুর কাছে
এনেছি।'

১১ দাউদ নিজের পোশাক ধরে ছিঁড়ে ফেললেন; তাঁর সঙ্গে যারা ছিল, তারাও সকলে তাই করল।
১২ তারা হাহাকার করল, চোখের জল ফেলল, এবং সৌল ও তাঁর সন্তান যোনাথানের খাতিরে, এবং
প্রভুর জনগণ ও ইস্রায়েলকুলের খাতিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করল; কারণ তাঁরা খড়্গের আঘাতে
মারা পড়েছিলেন।

১৩ পরে, যে যুবকটি খবর নিয়ে এসেছিল, তাকে দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথাকার
লোক?' সে উত্তর দিল, 'আমি আমালেকীয় একজন প্রবাসীর ছেলে।' ১৪ দাউদ তাকে বললেন,
'প্রভুর অভিষিক্তজনকে সংহার করার জন্য তোমার হাত বাড়াতে তুমি কেমন করে ভীত হলে না?'
১৫ দাউদ যুবকদের একজনকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'এগিয়ে এসো, একে মেরে ফেল।' সে তখনই
তাকে আঘাত করল আর সে মরল। ১৬ দাউদ বললেন, 'তোমার রক্ত তোমার মাথায় পড়ুক।
তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, কারণ তুমি বলেছ: আমিই প্রভুর অভিষিক্তজনকে
মেরে ফেলেছি।'

সৌল ও যোনাথানের উপর দাউদের বিলাপ

১৭ তখন দাউদ সৌলের ও তাঁর সন্তান যোনাথানের বিষয়ে এই বিলাপগান ধরলেন, ১৮ এবং আজ্ঞা
দিলেন, যেন যুদা-সন্তানদের কাছে এই ধনুক-গীতিকা শেখানো হয়। দেখ, তা ন্যায়বানের পুস্তকে
লেখা আছে:

১৯ ‘হে ইস্রায়েল, তোমার উচ্চস্থানগুলিতে
তোমার গরিমা হত হয়ে পড়ে আছে!
হায়! বীরপুরুষেরা কেন নিপাতিত হলেন?

২০ গাতে একথা শুনিয়ো না,
আস্কালোনের পথে পথে তা ব্যক্ত করো না,
পাছে ফিলিস্তিনিদের কন্যারা আনন্দ করে,
পাছে অপরিচ্ছেদিতদের কন্যারা মেতে ওঠে।

২১ হে গিল্‌বোয়ার পর্বতমালা,
তোমাদের উপরে শিশির কি বৃষ্টি না পড়ুক,
প্রথমফসলের মাঠও তোমাদের না থাকুক,
কেননা সেখানে বীরদের ঢাল অপমানিত হয়ে আছে,
পড়ে আছে সৌলের সেই ঢাল, যা তেলে মাখা নয়,
২২ নিহতদের রক্তে ও বীরদের মেদেই মাখা।
যোনাথানের ধনুক কখনও পরাজ্মুখ হত না,
সৌলের খড়্গাও কখনও এমনিই ফিরে আসত না।

২৩ সৌল ও যোনাথান—প্রিয় ও মনোহর মানুষ—
জীবনকালে তাঁরা কখনও বিচ্ছিন্ন হলেন না, মৃত্যুতেও নয়;
তাঁরা ঈগলের চেয়ে দ্রুতই ছিলেন,
ছিলেন সিংহের চেয়ে বলবান।

২৪ ইস্রায়েল-কন্যারা! সৌলের জন্য চোখের জল ফেল,
তিনি বেগুনি কাপড়ে ও সূক্ষ্ম ক্ষোমে তোমাদের ভূষিত করতেন,
তোমাদের পোশাক সোনার অলঙ্কারে খচিত করতেন।

২৫ হায়! বীরপুরুষেরা কেন পতিত হলেন সংগ্রামের মধ্যে?
যোনাথান! তোমার মৃত্যুতে আমিও আঘাতগ্রস্ত;
২৬ হে ভাই যোনাথান, তোমার জন্য আমি অবসন্ন।
তুমি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলে,
তোমার ভালবাসা আমার পক্ষে কতই না চমৎকার ছিল,
রমণীর ভালবাসার চেয়েও চমৎকার!

২৭ হায়! বীরপুরুষেরা কেন নিপাতিত হলেন?
যুদ্ধের যত অস্ত্র এখন বিলুপ্ত!’

হেব্রোনে দাউদ

২ এই সমস্ত ঘটনার পর দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, ‘আমাকে কি যুদার কোন
এক শহরে যেতে হবে?’ প্রভু উত্তর দিলেন, ‘যাও!’ দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় যাব?’ তিনি
বললেন, ‘হেব্রোনে যাও।’ ২ তাই দাউদ ও তাঁর দুই স্ত্রী, যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়াম ও কার্মেলীয়
নাবালের বিধবা সেই আবিগাইল সেখানে গেলেন। ৩ দাউদ প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে তাঁর
সঙ্গীদেরও নিয়ে গেলেন, আর তারা হেব্রোনের শহরগুলিতে বসতি করল। ৪ তখন যুদার লোকেরা
এসে সেখানে দাউদকে যুদাকুলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করল।

যখন তারা দাউদকে বলল যে, যাবেশ-গিলেয়াদের লোকেরা সৌলকে সমাধি দিয়েছে, ৫ তখন
দাউদ যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের কাছে দূতদের পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা যেন প্রভুর
আশীর্বাদের পাত্র হও! কারণ তোমাদের প্রভু সৌলের প্রতি কৃপা দেখিয়েছ ও তাঁকে সমাধি দিয়েছ।
৬ তাই প্রভু তোমাদের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়ে দিন। তোমরা তেমন কাজ করেছ বলে আমিও
তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করব। ৭ সুতরাং এখন সাহস ধর, বলবান হও। তোমাদের প্রভু সৌল
মরেছেন বটে, কিন্তু যুদাকুল নিজের উপরে আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছে।'

ঈশ-বায়াল ও দাউদের দুই রাজ্য

৮ নেরের সন্তান আব্নের, যিনি ছিলেন সৌলের সৈন্যদলের সেনাপতি, তিনি সৌলের সন্তান
ঈশ-বায়ালকে নিজের সঙ্গে মাহানাইমে নিয়ে গেছিলেন; ৯ তিনি তাঁকে গিলেয়াদের, আসুরীয়দের,
যেস্রেয়েলের, এফ্রাইমের ও বেঞ্জামিনের এবং গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজা করেছিলেন। ১০
সৌলের সন্তান ঈশ-বায়াল চল্লিশ বছর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি দুই
বছর রাজত্ব করেন। কেবল যুদাকুলই দাউদের পক্ষে ছিল। ১১ দাউদ সাত বছর ছয় মাস হেব্রোনে
যুদাকুলের উপরে রাজত্ব করলেন।

গিবেয়োনে সংগ্রাম

১২ নেরের সন্তান আব্নের এবং সৌলের সন্তান ঈশ-বায়াল-পক্ষের লোক মাহানাইম থেকে
গিবেয়োন অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ১৩ সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব ও দাউদ-পক্ষের লোকেরাও
বের হলেন, এবং গিবেয়োনের পুকুরের কাছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন: এক দল ছিল পুকুরের
এপারে, অন্য দল পুকুরের ওপারে। ১৪ আব্নের যোয়াবকে বললেন, 'যুবকেরা এগিয়ে আসুক,
আমাদের সামনে তারাই লড়াই করুক।' যোয়াব উত্তর দিলেন, 'এগিয়ে আসুক।' ১৫ তাই তারা
এগিয়ে গেলে তাদের সংখ্যা গণনা করা হল: সৌলের সন্তান ঈশ-বায়ালের ও বেঞ্জামিনের পক্ষে
বারোজন এবং দাউদ-পক্ষের লোকদের মধ্য থেকে বারোজন। ১৬ তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ
প্রতিযোদ্ধার মাথা ধরে কোমরে খড়্গ বিঁধিয়ে দিল; ফলে সকলে একসঙ্গে মারা পড়ল; এজন্য সেই
জায়গার নাম হল কোমরের মাঠ; তা গিবেয়োনে অবস্থিত।
১৭ সেদিন তীব্র লড়াই হল, এবং আব্নের ও ইস্রায়েলীয়েরা দাউদ-পক্ষের লোকদের দ্বারা পরাজিত
হল। ১৮ সেখানে যোয়াব, আবিশাই ও আসাহেল, সেরুইয়ার এই তিন সন্তান ছিলেন; সেই
আসাহেল বন্য হরিণের মতই পায়ে দ্রুতগামী ছিলেন। ১৯ আসাহেল আব্নেরের পিছনে ধাওয়া করতে
লাগলেন, যেতে যেতে আব্নেরের পিছু ধাওয়ায় ডানে বা বাঁয়ে কোথাও সরলেন না। ২০ আব্নের পিছন
দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তুমি কি আসাহেল?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিই সে।' ২১ আব্নের
তাঁকে বললেন, 'তুমি ডানে বা বাঁয়ে ফিরে এই যুবকদের কোন একজনকে ধরে লুটের মাল হিসাবে
তার রণসজ্জা নাও।' কিন্তু আসাহেল তাঁর পিছু ধাওয়াটা ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। ২২ আব্নের
আসাহেলকে আবার বললেন, 'আমার পিছু ধাওয়াটা ত্যাগ কর; কেন এমনটি চাও যে, আমি
তোমাকে আঘাত করে মাটিতে লুটিয়ে দেব? করলে তোমার ভাই যোয়াবের মুখের দিকে কি করে
আবার তাকাতে পারব?' ২৩ তথাপি তিনি তাঁকে ছাড়তে রাজি হলেন না, তাই আব্নের বর্শার গোড়া
পর্যন্ত তাঁর পেটে এমনভাবে বিঁধিয়ে দিলেন যে, বর্শা তাঁর পিঠ ভেদ করে বের হল আর তিনি
সেইখানে পড়ে মরলেন। তখন যত লোক আসাহেলের পতন ও মৃত্যুর জায়গায় এসে পৌঁছল,
সকলেই থামল। ২৪ কিন্তু যোয়াব ও আবিশাই আব্নেরের পিছনে ধাওয়া করে গেলেন, যে পর্যন্ত
সূর্যাস্তের সময়ে আম্মা উপপর্বতে এসে পৌঁছলেন; উপপর্বতটা গিবেয়োন মরুপ্রান্তরের পথে,
গিয়াহ্‌র উল্টো পাশে অবস্থিত।

২৫ বেঞ্জামিনীয়েরা আব্নেরের পিছনে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে একটা উপপর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রইল।
২৬ আব্নের যোয়াবকে ডেকে বললেন, 'খড়্গা কি চিরকাল গ্রাস করবে? এর শেষ কেবল সর্বনাশই
হবে, এ কি জান না? তাই তুমি তোমার ভাইদের ধাওয়া বন্ধ করতে তোমার দলের লোকদের
কতকাল আজ্ঞা না দিয়ে থাকবে?' ২৭ যোয়াব বললেন, 'জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! তুমি যদি
কথা না বলতে, তবে লোকে সকাল পর্যন্তই তাদের ভাইদের পিছনে ধাওয়া করায় ক্ষান্ত হত না।' ২৮
তখন যোয়াব তুরি বাজালেন, তাতে সমস্ত লোক থেমে গেল, ইস্রায়েলের পিছনে আর ধাওয়া করল
না, লড়াইও আর করল না। ২৯ আব্নের ও তাঁর লোকেরা আরাবার মধ্য দিয়ে সারারাত চলে যর্দন
পার হলেন এবং সমস্ত বিথ্রোন দিয়ে মাহানাইমে এসে পৌঁছলেন। ৩০ যোয়াব আব্নেরের পিছু ধাওয়া
থেকে ফিরে সমস্ত লোককে জড় করলে দাউদ-পক্ষের লোকদের মধ্যে আসাহেল বাদে উনিশজন
কম পড়ল, ৩১ কিন্তু দাউদ-পক্ষের লোকদের আঘাতে বেঞ্জামিনের ও আব্নেরের লোকদের তিনশ'
ষাটজন মারা পড়েছিল; ৩২ তারা আসাহেলকে তুলে নিয়ে তাঁর পিতার সমাধিতে সমাধি দিল; তা
বেথলেহেমে অবস্থিত। পরে যোয়াব ও তাঁর লোকেরা সারারাত চলে সকালবেলায় হেব্রোনে এসে
পৌঁছলেন।
৩ সৌলের কুলের ও দাউদের কুলের মধ্যে যুদ্ধ বহুদিন হতে চলল। দিনের পর দিন দাউদ অধিক
শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন, অপরদিকে সৌলের কুল দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

হেব্রোনে সঞ্জাত দাউদের সন্তানেরা

২ হেব্রোনে দাউদের এই এই পুত্রসন্তান জন্ম নিল: যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়ামের গর্ভে তাঁর জ্যেষ্ঠ
পুত্র আম্নোন; ৩ কার্মেলীয় নাবালের বিধবা আবিগাইলের গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান কিলেয়াব;
গেশুরের রাজা তাল্‌মাইয়ের কন্যা মায়াখার গর্ভে তাঁর তৃতীয় সন্তান আব্শালোম; ৪ হাগিতের গর্ভে
চতুর্থ সন্তান আদোনিয়া; আবিটালের গর্ভে পঞ্চম সন্তান শেফাটিয়া; ৫ এবং দাউদের স্ত্রী এগ্লার গর্ভে
ষষ্ঠ সন্তান ইত্রেয়াম। দাউদের এই সকল সন্তানের জন্মস্থান হেব্রোন।

আব্নেরের মৃত্যু

৬ সৌলের কুলে ও দাউদের কুলে যতদিন পরস্পর যুদ্ধ হল, ততদিন আব্নের সৌলের কুলে
প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। ৭ সৌলের রিস্পা নামে একটা উপপত্নী ছিল, সে আয়ার মেয়ে।
ঈশ-বায়াল আব্নেরকে বললেন, 'তুমি কেন আমার পিতার উপপত্নীর সঙ্গে মিলিত হলে?' ৮
ঈশ-বায়ালের এই কথায় আব্নের খুবই রেগে গেলেন, বললেন, 'আমি কি যুদার কুকুরের মাথা?
আমি আজ পর্যন্ত তোমার পিতা সৌলের কুলের প্রতি, তাঁর ভাইদের ও বন্ধুদের প্রতি সহৃদয়তা
দেখিয়ে আসছি ও তোমাকে দাউদের হাতে তুলে দিইনি, আর তুমি নাকি আজ একটি স্ত্রীলোকের
ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করছ? ৯ পরমেশ্বর আব্নেরকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন
যদি দাউদের বিষয়ে প্রভু যা শপথ করেছেন, আমি সেই অনুসারে কাজ না করি, ১০ অর্থাৎ সৌলের
কুল থেকে রাজ্য তুলে নিয়ে দান থেকে বের্‌শেবা পর্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে ও যুদার উপরেও
দাউদের সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না করি।' ১১ আব্নেরকে তিনি আর একটা কথাও বলতে সাহস
করলেন না, যেহেতু তাঁকে ভয় করছিলেন।
১২ আব্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষ থেকে দাউদের কাছে দূতদের পাঠিয়ে বললেন, '... তাছাড়া
আপনি আমার সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন; তবে এই যে, গোটা ইস্রায়েলকে আপনার পক্ষে আনবার
জন্য আমার হাত আপনার সঙ্গে থাকবে।' ১৩ দাউদ বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে সন্ধি স্থির
করব; তোমার কাছে আমার কেবল একটা শর্ত: তুমি যখন আমার উপস্থিতিতে আসবে, তখন
সৌলের মেয়ে মিখালকে না আনলে আমার উপস্থিতিতে আসতে পারবে না।' ১৪ দাউদ সৌলের

সন্তান ঈশ-বায়ালের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমি ফিলিস্তিনিদের একশ'টা লিঙ্গের অগ্রচর্ম
অগ্রিম দাম দিয়ে যাকে বিবাহ করেছি, আমার সেই স্ত্রী মিখালকে ফিরিয়ে দাও।' ১৫ ঈশ-বায়াল
লোক পাঠিয়ে তাঁর স্বামীর অর্থাৎ লাইশের সন্তান পাল্টিয়েলের কাছ থেকে মিখালকে নিয়ে এলেন।
১৬ তাঁর স্বামী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছু পিছু বাহুরিম পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চলল। কিন্তু আব্নের তাকে
বললেন, 'যাও, ফিরে যাও।' আর সে ফিরে গেল।

১৭ ইতিমধ্যে আব্নের ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা বললেন: 'তোমরা বেশ
কিছু দিন ধরেই দাউদকে তোমাদের রাজা বলে চেয়েছ। ১৮ এখন কাজে লাগ, কেননা প্রভু দাউদের
বিষয়ে বলেছেন, আমি আমার দাস দাউদের হাত দ্বারা আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে
ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ও সকল শত্রুর হাত থেকে ত্রাণ করব।' ১৯ আব্নের বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর
কানেও এই ধরনের কথা শোনালেন। পরে, ইস্রায়েল ও বেঞ্জামিনের গোটা কুল যে সমস্ত বিষয়ে
সম্মত হয়েছিল, আব্নের সেই সকল কথা দাউদকে অবগত করার জন্য হেব্রোনে যাত্রা করলেন।

২০ আব্নের কুড়িজন লোককে সঙ্গে নিয়ে হেব্রোনে দাউদের কাছে এসে পৌঁছলে দাউদ আব্নেরের ও
তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। ২১ পরে আব্নের দাউদকে বললেন, 'আমি
এবার উঠি; গিয়ে গোটা ইস্রায়েলকে আমার প্রভু মহারাজের কাছে জড় করি; তবে তারা আপনার
সঙ্গে সন্ধি করবে আর আপনি আপনার ইচ্ছামত সকলের উপরে রাজত্ব করবেন।' তাই দাউদ
আব্নেরকে যেতে দিলেন, আর তিনি শান্তিতে চলে গেলেন।

২২ কোন এক জায়গা লুট করার পর দাউদের লোকেরা ও যোয়াব ঠিক সেসময়ে ফিরে আসছিল,
সঙ্গে করে প্রচুর লুটের মাল নিয়ে আসছিল। তখন আব্নের হেব্রোনে দাউদের কাছে আর ছিলেন না,
কারণ দাউদ তাঁকে যেতে দিয়েছিলেন আর তিনি শান্তিতে চলে গেছিলেন। ২৩ যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী
গোটা দল এলে লোকেরা যোয়াবকে বলল, 'নেরের সন্তান আব্নের রাজার কাছে এসেছিলেন, রাজা
তাঁকে যেতে দিয়েছেন আর তিনি শান্তিতে চলে গেলেন।' ২৪ যোয়াব রাজাকে গিয়ে বললেন,
'আপনি কী করেছেন? এই যে, আব্নের আপনার কাছে আসে আর আপনি তাকে যেতে দেন, তাতে
সে একেবারে চলে গেল! এর কারণ কি? ২৫ আপনি তো নেরের সন্তান আব্নেরকে চেনেন:
আপনাকে ভোলাবার জন্য, আপনার আসা-যাওয়া জানবার জন্য, আর আপনি যা কিছু করছেন,
সেই সবকিছু জ্ঞাত হবার জন্যই সে এসেছিল।' ২৬ যোয়াব দাউদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে
আব্নেরের পিছনে দূতদের পাঠিয়ে দিলেন; তারা সিরা কুয়োর কাছাকাছি জায়গা থেকে তাঁকে
ফিরিয়ে আনল—এসব কিছু দাউদের অজান্তে। ২৭ আব্নের হেব্রোনে ফিরে এলে যোয়াব নিরিবিলিতে
তাঁর সঙ্গে আলাপ করার ছলে নগরদ্বারের ভিতরে তাঁকে নিয়ে গেলেন, সেইখানে তাঁর ভাই
আসাহেলের রক্তের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁর পেটে মারণ-আঘাত করে তাঁকে মেরে ফেললেন।

২৮ এরপরে যখন দাউদ ব্যাপারটা জানতে পারলেন, তখন বললেন, 'নেরের সন্তান আব্নেরের
রক্তপাতের ব্যাপারে আমি ও আমার রাজ্য প্রভুর সামনে চিরকাল নির্দোষী। ২৯ সেই রক্ত যোয়াবের ও
তার গোটা পিতৃকুলের উপরে নেমে পড়ুক। যোয়াবের কুলে প্রমেহী বা তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত
রোগী বা লাঠি-অবলম্বী বা খড়্গো পতিত বা আহারবিহীন লোকের অভাব না হোক!' ৩০ (যোয়াব ও
তাঁর ভাই আবিশাই আব্নেরকে বধ করলেন, কেননা তিনি গিবেয়োনে সেই লড়াইতে তাঁদের ভাই
আসাহেলকে বধ করেছিলেন।)

৩১ দাউদ যোয়াবকে ও তাঁর সঙ্গী লোককে বললেন, 'তোমরা তোমাদের পোশাক ছিঁড়ে ও চটের
কাপড় পরে আব্নেরের জন্য শোকপালন কর।' দাউদ রাজাও শবাধারের পিছু পিছু চললেন। ৩২
আব্নেরকে হেব্রোনে সমাধি দেওয়া হল, এবং রাজা আব্নেরের কবরের কাছে জোর গলায় কাঁদলেন,
গোটা জনগণও কাঁদল। ৩৩ রাজা এই বলে আব্নেরের জন্য বিলাপ করলেন,

'আব্নেরের কি সেইমতই মরার কথা ছিল, যেভাবে ধূর্তই মরে?
৩৪ তোমার দু' হাত ছিল না বদ্ধ,
তোমার পাও ছিল না বেড়িতে আবদ্ধ!
মানুষ যেমন অপকর্মার সামনে পড়ে,
তেমনি পড়লে তুমি!'

গোটা জনগণ তাঁর জন্য আরও জোরে কাঁদল।

৩৫ পরে গোটা জনগণ এসে দাউদকে সাধাসাধি করল, যেন কিছু বেলা থাকতেই তিনি খানিকটা
খান, কিন্তু দাউদ শপথ করে বললেন, 'পরমেশ্বর আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও
দিন যদি সূর্যাস্তের আগে আমি রুটি বা অন্য কোন কিছু আস্বাদ করি!' ৩৬ গোটা জনগণ ব্যাপারটা
লক্ষ করল, তা ন্যায্য মনে করল; রাজা যা কিছু করলেন, গোটা জনগণ তাতে সায় দিল। ৩৭ গোটা
জনগণ, অর্থাৎ গোটা ইস্রায়েল সেদিন এবিষয়ে নিশ্চিত হল যে, নেরের সন্তান আব্নেরের মৃত্যুর
পিছনে রাজার কোন হাত ছিল না। ৩৮ রাজা তাঁর পরিষদদের আরও বললেন, 'তোমরা কি বুঝতে
পারছ যে, আজ ইস্রায়েলের মধ্যে প্রধান ও মহান একজনের পতন হয়েছে? ৩৯ রাজপদে অভিষিক্ত
হলেও আজ আমি দুর্বল; আর এই কয়টি লোক, সেরুইয়ার এই ছেলেরা, আমার পক্ষে অধিক
বলবান। প্রভুই অপকর্মাকে তার অপকর্ম অনুসারে প্রতিফল দিন!'

ঈশ-বায়ালের মৃত্যু

৪ যখন সৌলের ছেলে [ঈশ-বায়াল] শুনলেন যে, আব্নের হেব্রোনে মারা গেছেন, তখন অন্তরে দুর্বল
হলেন, এবং গোটা ইস্রায়েল বিহ্বল হল।

২ সৌলের সন্তানের দু'জন দলপতি ছিল, একজনের নাম বানা, আর একজনের নাম রেখাব;
তারা বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর বেয়েরোতীয় রিম্মোনের সন্তান, কেননা বেয়েরোৎও বেঞ্জামিনের শহরগুলির
মধ্যে গণিত; ৩ বেরোতীয়েরা গিত্তাইমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সেখানে আজ পর্যন্ত প্রবাসী
বাসিন্দা হয়ে বাস করছে।

৪ সৌলের সন্তান যোনাথানের একটি ছেলে ছিল, সে দু'পায়ে খোঁড়া; যেস্রেয়েল থেকে যখন সৌল
ও যোনাথানের বিষয়ে খবর এসেছিল, তখন তার বয়স ছিল পাঁচ বছর; তার ধাইমা তাকে তুলে
নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু শীঘ্র পালিয়ে যাওয়ায় সে পড়ে খোঁড়া হয়েছিল; তার নাম মেরিব-বায়াল।

৫ তাই বেরোথীয় রিম্মোনের সন্তান সেই রেখাব ও বানা রওনা হয়ে দিনের সবচেয়ে গরমের
সময়ে ঈশ-বায়ালের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল; তিনি সেসময়ে মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।
৬ আর দেখ, দ্বাররক্ষিকা গম বাছাই করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই রেখাব ও বানা দু'জনে
সবার চোখের আড়ালে ঘরে ঢুকতে পারল। ৭ তিনি খাটে শুয়ে ছিলেন, সেসময়ে তারা ভিতরে গিয়ে
তাঁকে আঘাত করে মেরে ফেলল ও তাঁর মাথা কেটে দিল; পরে তাঁর মাথা নিয়ে আরাবার পথ ধরে
সারারাত হেঁটে চলল। ৮ তারা ঈশ-বায়ালের মাথা হেব্রোনে দাউদের কাছে এনে রাজাকে বলল,
'আপনার শত্রু সেই সৌল, যে আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করত, এই যে তার ছেলে ঈশ-বায়ালের
মাথা! প্রভু আজ আমাদের প্রভু মহারাজের কাছে সৌল ও তার বংশের উপর প্রতিশোধ মঞ্জুর
করলেন।'

৯ কিন্তু দাউদ বেরোথীয় রিম্মোনের সন্তান রেখাব ও তার ভাই বানাকে উত্তরে বললেন, 'যিনি
সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ নিস্তার করেছেন, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! ১০ যে লোক আমাকে
বলেছিল: দেখ, সৌল মারা গেছে, সে শুভসংবাদ আনছিল মনে করলেও আমি যখন তাকে ধরে
সিক্লাগে মেরে ফেলেছিলাম—তার সংবাদের জন্য এই পুরস্কারটিই আমি তাকে দিয়েছিলাম!—১১

তখন যারা এখন ধার্মিক মানুষকে তাঁরই ঘরের মধ্যে তাঁর খাটের উপরে মেরে ফেলেছে, সেই দুর্জন যে তোমরা, আমি মহত্তর কারণে কি তোমাদেরই কাছ থেকে তাঁর রক্তের প্রতিশোধ নেব না? পৃথিবী থেকে কি তোমাদের উচ্ছেদ করব না?' ১২ দাউদ তাঁর যুবকদের হুকুম দিলে তারা তাদের মেরে ফেলল, এবং তাদের হাত-পা কেটে হেব্রোনের দিঘির ধারে টাঙিয়ে দিল। তারপর ঈশ-বায়ালের মাথা নিয়ে হেব্রোনে আব্নেরের সমাধিমন্দিরে পুঁতে রাখল।

ইস্রায়েল-রাজ দাউদ

৫ তখন ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী হেব্রোনে দাউদের কাছে এসে বলল, 'দেখুন, আমরা আপনার নিজের হাড় ও আপনার নিজের মাংস! ২ আগে যখন সৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে রণ-অভিযানে নিয়ে যেতেন ও ফিরিয়ে আনতেন। প্রভু আপনাকেই বলেছেন: তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবে, তুমিই ইস্রায়েলের জননায়ক হবে।'

৩ তাই ইস্রায়েলের প্রবীণেরা সকলে মিলে হেব্রোনে রাজার কাছে এলেন, আর দাউদ রাজা হেব্রোনে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং তাঁরা দাউদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

৪ দাউদ রাজা ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ৫ তিনি হেব্রোনে যুদার উপরে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন; পরে যেরুসালেমে গোটা ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

যেরুসালেম হস্তগত

৬ রাজা ও তাঁর লোকেরা যেরুসালেমের দিকে রওনা হয়ে সেই এলাকার অধিবাসী যেবুসীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এরা দাউদকে বলল, 'তুমি এখানে প্রবেশ করবেই না! তোমাকে হটিয়ে দিতে অন্ধ ও খোঁড়া মানুষই যথেষ্ট।' এতে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, 'দাউদ এখানে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।' ৭ কিন্তু দাউদ সিয়োনের দুর্গটা হস্তগত করলেন, যা আজকালে দাউদ-নগরী বলে পরিচিত। ৮ সেদিন দাউদ বললেন, 'যে কেউ যেবুসীয়দের আঘাত করতে চায়, তাকে জলপ্রণালী পর্যন্ত যেতে হবে, …; তাছাড়া অন্ধ ও খোঁড়া সকলেই দাউদের ঘৃণার বস্তু।' এজন্য লোকে বলে, 'অন্ধ ও খোঁড়া গৃহে ঢুকবে না।' ৯ দাউদ সেই দুর্গে বাস করতে গিয়ে তার নাম দাউদ-নগরী রাখলেন। দাউদ মিল্লো থেকে ভিতর পর্যন্ত চারদিকে প্রাচীর গাঁথলেন। ১০ দাউদ প্রভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন, এবং সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

১১ তুরসের রাজা হিরাম দাউদের কাছে দূতদের এবং এরসকাঠ, ছুতোর ও ভাস্করদের পাঠালেন; তারা দাউদের জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করল। ১২ তখন দাউদ বুঝলেন যে, প্রভু তাঁকে ইস্রায়েলের রাজপদে বহাল করেছেন, এবং তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর রাজ্যের উন্নতি সাধন করেছেন।

যেরুসালেমে সঞ্জাত দাউদের সন্তানেরা

১৩ দাউদ হেব্রোন থেকে আসবার পর যেরুসালেমে আরও উপপত্নী ও বধূ নিলেন, তাই দাউদের ঘরে আরও ছেলেমেয়ে জন্মাল। ১৪ যেরুসালেমে তাঁর যে সকল পুত্রসন্তান জন্মাল, তাদের নাম এই: শাম্মুয়া, শোবাব, নাথান, সলোমন, ১৫ ইব্হার, এলিসুয়া, নেফেগ, যাফিয়া, ১৬ এলিসামা, এলিয়াদা ও এলিফেলেট।

ফিলিস্তিনিদের উপরে জয়লাভ

১৭ ফিলিস্তিনিরা যখন শুনল যে, দাউদ ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছেন, তখন তারা সকলে দাউদের খোঁজে উঠে এল; দাউদ ব্যাপারটা শুনে দুর্গে নেমে গেলেন। ১৮ ফিলিস্তিনিরা এসে

রেফাইম উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯ তখন দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন,
‘আমি কি ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করব? তুমি কি তাদের আমার হাতে তুলে দেবে?’ প্রভু দাউদকে
বললেন, ‘আক্রমণ চালাও, আমি নিশ্চয়ই ফিলিস্তিনিদের তোমার হাতে তুলে দেব।’ ২০ তাই দাউদ
বায়াল-পেরাজিমে গেলেন, আর সেখানে দাউদ তাদের পরাস্ত করলেন; তিনি বললেন, ‘প্রভু
আমার সামনে আমার শত্রু-প্রাচীরের মধ্যে একটা ছিদ্র করে দিলেন, তারা ঠিক যেন বন্যার চাপেই
ভেঙে গেল।’ এজন্য তিনি সেই জায়গার নাম বায়াল-পেরাজিম রাখলেন। ২১ সেখানে তারা তাদের
যত দেবমূর্তি ফেলে গিয়েছিল, আর দাউদ ও তাঁর লোকেরা সেগুলি তুলে নিয়ে গেলেন।

২২ ফিলিস্তিনিরা আবার এসে রেফাইম উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; ২৩ দাউদ প্রভুর অভিমত
যাচনা করলেন আর তিনি উত্তরে বললেন, ‘ওদের সামনাসামনি যেয়ো না, কিন্তু ওদের পিছন দিয়ে
ঘুরে এসে গন্ধতরুর সামনে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। ২৪ গন্ধতরুর চূড়ায় যখন সৈন্যদলের পায়ের
মত শব্দ শুনবে, তখনই তুমি আক্রমণ চালাও, কেননা তখন প্রভু নিজেই ফিলিস্তিনিদের
সৈন্যদলকে পরাজিত করবার জন্য তোমার আগে আগে বেরিয়ে পড়বেন।’ ২৫ দাউদ প্রভুর
আজ্ঞামত কাজ করলেন, এবং গিবেয়োন থেকে গেজেরের প্রবেশপথ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের পরাস্ত
করলেন।

যেরুসালেমে মঞ্জুষা

৬ দাউদ আবার ইস্রায়েলের সমস্ত বাছাই করা লোককে, ত্রিশ হাজার লোককে জড় করলেন। ২
দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক উঠে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা যুদার বায়ালা থেকে নিয়ে আসবার জন্য
রওনা হলেন—মঞ্জুষাটির নাম ‘খেরুব-বাহনে সমাসীন সেনাবাহিনীর প্রভু’। ৩ তাঁরা পরমেশ্বরের
মঞ্জুষা একটা নতুন গরুর গাড়িতে বসিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আবিনাদাবের বাড়ি থেকে বের
করে আনলেন; আবিনাদাবের ছেলে উজ্জা ও আহিয়ো সেই নতুন গাড়ি চালাচ্ছিল। ৪ উজ্জা
পরমেশ্বরের মঞ্জুষার পাশাপাশি হয়ে চলছিল, আর আহিয়ো মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল। ৫ দাউদ
ও গোটা ইস্রায়েলকুল বীণা, সেতার, খঞ্জনি, জয়শৃঙ্গ ও করতালের ঝঙ্কারে প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি
দিয়ে নেচে নেচে ফুর্তি করছিলেন।

৬ কিন্তু তাঁরা নাখোনের খামারে এসে পৌঁছলে উজ্জা হাত বাড়িয়ে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ধরল, কারণ
বলদগুলো তা টলিয়ে দিচ্ছিল। ৭ তখন উজ্জার উপর পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তার এই
অপরাধের জন্য পরমেশ্বর সেইখানে তাকে আঘাত করলেন, আর সে সেইখানে পরমেশ্বরের
মঞ্জুষার পাশে মারা গেল। ৮ প্রভু উজ্জার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করায় দাউদ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন,
আর সেই জায়গার নাম পেরেস-উজ্জা রাখলেন—আজ পর্যন্তই এই নাম প্রচলিত।

৯ দাউদ সেদিন প্রভুকে ভয় পেলেন, বললেন, ‘প্রভুর মঞ্জুষা কেমন করে আমার কাছে আসবে?’
১০ তাই দাউদ স্থির করলেন, প্রভুর মঞ্জুষাটিকে তিনি দাউদ-নগরীতে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন
না, গাৎ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতেই তা আনিয়ে রাখলেন। ১১ প্রভুর মঞ্জুষা গাৎ-নিবাসী
ওবেদ-এদোমের বাড়িতে তিন মাস থাকল, এবং প্রভু ওবেদ-এদোম ও তার বাড়ির সকলকে
আশীর্বাদ করলেন।

১২ পরে দাউদকে বলা হল, ‘পরমেশ্বরের মঞ্জুষার খাতিরে প্রভু ওবেদ-এদোমের বাড়ি ও তার
সবকিছুই আশীর্বাদ করেছেন।’ তাই দাউদ গিয়ে ওবেদ-এদোমের বাড়ি থেকে আনন্দের সঙ্গে
পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে নিয়ে এলেন। ১৩ প্রভুর মঞ্জুষার বাহকেরা ছ’ পা এগিয়ে যাবার
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটা বলদ আর একটা নধর বাছুর বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। ১৪ দাউদ প্রভুর
সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের পায়ের উপরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন; তাঁর কোমরে তখন সেই
ক্ষোমের এফোদ বাঁধা ছিল। ১৫ এইভাবে দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ও শিঙার

সুরে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে এলেন।
১৬ প্রভুর মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে প্রবেশ করার সময়ে সৌলের কন্যা মিখাল জানালা দিয়ে
তাকাচ্ছিলেন; প্রভুর সামনে দাউদ রাজাকে লাফালাফি করে নাচতে দেখে তিনি মনে মনে তাঁকে
অবজ্ঞা করলেন। ১৭ লোকেরা প্রভুর মঞ্জুষা ভিতরে এনে তার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখল, অর্থাৎ মঞ্জুষার
জন্য দাউদ যে তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন, তারই মাঝখানে; এবং দাউদ প্রভুর সাক্ষাতে আহুতি
দিলেন ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন। ১৮ আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ-কর্ম শেষ করার পর
দাউদ সেনাবাহিনীর প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন, ১৯ এবং সকল লোকের মধ্যে, অর্থাৎ
ইস্রায়েলের সেই লোকারণ্যের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটা করে রুটি, এক
টুকরো মাংস ও একটা করে কিশমিশের পিঠা বিতরণ করলেন; পরে সকল লোক যে যার ঘরে
ফিরে গেল।
২০ দাউদ তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের আশীর্বাদ করার জন্য ফিরে আসছেন, এমন সময়
সৌলের কন্যা মিখাল দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ইস্রায়েলের রাজা আজ
কেমন সম্মানের পাত্র হয়েছেন! ঠিক যেন একটা তুচ্ছ মানুষের মতই তিনি আজ তাঁর অনুচারীদের
দাসীদের সামনে পোশাক ছেড়ে দিয়েছেন!' ২১ দাউদ প্রতিবাদ করে মিখালকে বললেন, 'আমি সেই
প্রভুরই সামনে নেচেছি, যিনি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক পদে আমাকে
নিযুক্ত করার জন্য তোমার পিতা ও তাঁর সমস্ত কুলের চেয়ে আমাকেই বেছে নিয়েছেন। তাই প্রভুর
সামনে আমি নাচবই; ২২ এমনকি, এর চেয়ে নিজেকে আরও তুচ্ছ করব! তোমার দৃষ্টিতে আমি
নিচু হব বটে, কিন্তু যে দাসীদের কথা তুমি বলেছ, তাদের কাছে আমি সম্মানের পাত্র হব।' ২৩ আর
তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সৌলের কন্যা মিখালের সন্তান হল না।

নাথানের ভবিষ্যদ্বাণী

৭ যখন রাজা নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, এবং প্রভু চারপাশের সমস্ত শত্রু থেকে তাঁকে স্বস্তি
দিলেন, ২ তখন রাজা নবী নাথানকে বললেন, 'দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস
করছি, কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরে পড়ে রয়েছে।' ৩ নাথান রাজাকে বললেন, 'আচ্ছা,
আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ প্রভু আপনার সঙ্গে আছেন।'
৪ কিন্তু সেই রাতে প্রভুর বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৫ 'আমার দাস দাউদকে
গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি কি আমার জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলবে যেখানে আমি বাস
করতে পারি? ৬ ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো
কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, শুধু একটা তাঁবু, হ্যাঁ, একটা আচ্ছাদনের নিচে থেকেই আমি ঘুরে
ঘুরে চলেছি। ৭ সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের
আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের
একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ
না? ৮ সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন,
তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে
জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। ৯ তুমি যেইখানে গিয়েছ,
আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ
করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। ১০ আমি আমার
আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন
নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে অত্যাচার
না করে যেমনটি আগে করত ১১ যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের

নিযুক্ত করেছিলাম; আমি যত শত্রু থেকে তোমাদের মুক্ত করে বিশ্রাম দেব। তাছাড়া প্রভু তোমাকে এই কথাও বলছেন যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। ১২ আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শয়ন করবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের, তোমার ঔরসজাতই একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। ১৩ আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। ১৪ তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; সে অন্যায় করলে আমি, যেভাবে মানুষেরা বেত মেরে শাস্তি দেয় ও কশাঘাত করে, তেমনি তাকে শাসন করব; ১৫ কিন্তু যাকে আমি তোমার সামনে থেকে দূর করেছি, সেই সৌলের কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; ১৬ বরং তোমার কুল ও তোমার রাজ্য আমার সামনে চিরস্থায়ী হবে; তোমার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।’ ১৭ নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

দাউদের প্রার্থনা

১৮ তখন দাউদ রাজা ভিতরে গিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে বসলেন; তিনি বললেন, ‘প্রভু পরমেশ্বর, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে তুমি আমাকে এতখানি এগিয়ে এনেছ? ১৯ অথচ তোমার দৃষ্টিতে, প্রভু পরমেশ্বর, তাও বুঝি অতি সামান্য ব্যাপার মনে হল, যার জন্য ভাবীকালে তোমার দাসের কুলের কথাও তুমি বলেছ। প্রভু পরমেশ্বর, মানুষের পক্ষে এ তো নিয়ম! ২০ এই দাউদ তোমাকে আর কী বলবে? প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো তোমার আপন দাসকে জান। ২১ তুমি তোমার আপন বাণীর খাতিরে ও তোমার হৃদয় অনুসারে এই সমস্ত মহাকর্ম সাধন করে তোমার দাসকে তা জানিয়ে দিয়েছ। ২২ প্রভু পরমেশ্বর, তুমি সত্যি মহান; কারণ তোমার মত কেউই নেই, আর তুমি ছাড়া অন্য পরমেশ্বর নেই, ঠিক যেভাবে আমরা নিজেদের কানে শুনেছি। ২৩ পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটি জাতি তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মত? পরমেশ্বরই তো তাকে তাঁর আপন জনগণ করার জন্য এবং তাঁর আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্তিকর্ম সাধন করতে এসেছিলেন। তুমি তাদের পক্ষে মহা মহা কাজ ও তোমার আপন দেশের পক্ষে নানা ভয়ঙ্কর কর্ম তোমার জনগণের সামনে সাধন করেছিলে, তাদের তুমি মিশর থেকে, জাতিগুলি ও দেবতাদের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলে; ২৪ কারণ তুমি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চিরকালের জন্য তোমার আপন জনগণ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছ; তুমিই, প্রভু, তাদের পরমেশ্বর হয়েছ। ২৫ এখন, প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাস ও তার কুল সম্বন্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছ, তা চিরকালের মত স্থির কর; যেমন বলেছ, সেইমত কর। ২৬ তবে তোমার নাম চিরকালের মত এভাবেই মহিমান্বিত হবে: সেনাবাহিনীর প্রভুই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! আর তোমার এই দাস দাউদের কুল তোমার সামনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে, ২৭ যেহেতু, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমিই তোমার এই দাসের কানে বলেছ: আমি তোমার জন্য এক কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি! এজন্যই তোমার এই দাস তোমার কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করার সাহস পেয়েছে। ২৮ হে প্রভু ঈশ্বর, তুমিই তো পরমেশ্বর! তোমার বাণীসকল সত্য এবং এ যে সমস্ত কথা তুমি তোমার এই দাসকে বলছ, তা মঙ্গলকর। ২৯ এখন অনুগ্রহ করে তুমি তোমার এই দাসের কুলকে আশীর্বাদ কর, তা যেন চিরকাল ধরে তোমার সম্মুখে থাকতে পারে। কারণ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো কথা বলেছ, এবং তোমার আশীর্বাদ গুণে তোমার এই দাসের কুল আশিসমণ্ডিত হবে চিরকাল।’

দাউদের নানা যুদ্ধ

৮ তারপর দাউদ ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করে বশীভূত করলেন, আর দাউদ ফিলিস্তিনিদের হাত
থেকে তাদের কর্তৃত্ব কেড়ে নিলেন। ২ তিনি মোয়াবীয়দেরও পরাজিত করলেন, ও মাটিতে তাদের
শুইয়ে রশি দিয়ে মাপলেন: বধ করার জন্য দুই রশি ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য পুরা এক রশি দিয়ে
মাপলেন; ফলে মোয়াবীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। ৩ আর যেসময় জোবার
রাজা রেহোবের সন্তান হাদাদ-এজের [ইউফ্রেটিস] নদীর উপরে নিজ কর্তৃত্ব প্রসারিত করতে যান,
সেসময় দাউদ তাঁকে পরাজিত করেন। ৪ দাউদ তাঁর কাছ থেকে সতেরশ’ অশ্বারোহী ও কুড়ি হাজার
পদাতিক সৈন্যকে বন্দি করে নিলেন, আর দাউদ তাঁর রথের ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা কাটলেন,
কিন্তু এসব কিছুর মধ্যে ঘোড়াসহ কেবল একশ’টা রথ রাখলেন। ৫ দামাস্কাসের আরামীয়েরা
জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের সাহায্য করতে এলে দাউদ সেই আরামীয়দের মধ্যে বাইশ হাজার
লোককে প্রাণে মারলেন। ৬ দাউদ দামাস্কাসের আরাম দেশে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন, আর
আরামীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। দাউদ যেইখানে যেতেন, সেখানে প্রভু
তাঁকে বিজয়ী করতেন।

৭ দাউদ হাদাদ-এজেরের অনুচারীদের হাত থেকে তাদের সোনার ঢালগুলো নিয়ে যেরুসালেমে
আনলেন। ৮ দাউদ রাজা হাদাদ-এজেরের শহর সেই বেটাহ্ ও বেরোথাই থেকে রাশি রাশি ব্রঞ্জও
কেড়ে নিলেন।

৯ দাউদ হাদাদ-এজেরের গোটা সৈন্যদলকে পরাস্ত করেছিলেন শুনে হামাতের রাজা তোই ১০
দাউদ রাজাকে মঙ্গলবাদ জানাবার জন্য, এবং তিনি হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে
পরাজিত করেছিলেন বিধায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য নিজ সন্তান যোরামকে তাঁর কাছে
পাঠালেন; কেননা হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে তোইয়ের প্রায়ই যুদ্ধ হত। যোরাম রুপোর পাত্র,
সোনার পাত্র ও ব্রঞ্জের পাত্র সঙ্গে নিয়ে এলেন। ১১ দাউদ রাজা সেই সবকিছুও প্রভুর উদ্দেশে
পবিত্রীকৃত করলেন, ঠিক যেইভাবে আরাম, মোয়াব, আম্মোনীয় এবং ফিলিস্তিনি ও আমালেক
ইত্যাদি যে সমস্ত জাতিকে তিনি বশীভূত করেছিলেন, ১২ তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যত
মালের মধ্যে রুপো ও সোনা, এবং জোবার রাজা রেহোবের সন্তান হাদাদ-এজেরের কাছ থেকে
নেওয়া লুটের মাল সবই তিনি প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করেছিলেন।

১৩ দাউদ এদোমীয়দের পরাজিত করে ফিরে আসবার সময়ে লবণ-উপত্যকায় আঠার হাজার
লোককে বধ করলে তাঁর আরও সুনাম হল। ১৪ দাউদ এদোমে প্রদেশপাল নিযুক্ত করলেন, গোটা
এদোম জুড়েই প্রদেশপাল রাখলেন, এবং এদোমীয় সকল লোক দাউদের বশ্যতা স্বীকার করল।
দাউদ যেইখানে যেতেন, সেখানে প্রভু তাঁকে বিজয়ী করতেন।

দাউদের পরিষদবর্গ

১৫ দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন; দাউদ তাঁর সমস্ত জনগণের জন্য সুবিচার ও
ন্যায় অনুশীলন করতেন। ১৬ সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান, আহিলুদের
সন্তান যোসাফাৎ রাজ-ঘোষক, ১৭ আহিটুবের সন্তান সাদোক ও আবিয়াথারের সন্তান আহিমেলেক
যাজক, সেরাইয়া কর্মসচিব, ১৮ যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের প্রধান, এবং
দাউদের ছেলেরা ছিলেন যাজক।

দাউদ ও মেরিব-বায়াল

৯ দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যোনাথানের খাতিরে যার উপকার আমি করতে পারি, সৌলের কুলে
এমন কেউ কি বাকি রয়েছে?’ ২ আসলে সৌলের কুলের এক অনুচারী ছিল যার নাম জিবা;

দাউদের কাছে তাকে আনা হলে রাজা তাকে বললেন, ‘তুমি কি জিবা?’ সে উত্তর দিল, ‘এই যে,
আপনার দাস।’ ৩ রাজা বললেন, ‘সৌলের কুলে এমন কেউ কি বাকি নেই, যার প্রতি আমি
পরমেশ্বরের কৃপা দেখাতে পারি?’ জিবা রাজাকে বলল, ‘যোনাথানের এক ছেলে এখনও আছেন,
তিনি পায়ে খোঁড়া।’ ৪ রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সে কোথায়?’ জিবা রাজাকে বলল, ‘আপাতত তিনি
লো-দেবারে আম্মিয়েলের ছেলে মাখিরের বাড়িতে বাস করছেন।’ ৫ দাউদ রাজা লো-দেবারে লোক
পাঠিয়ে আম্মিয়েলের ছেলে মাখিরের বাড়ি থেকে তাঁকে আনালেন।
৬ সৌলের পৌত্র যোনাথানের সন্তান মেরিব-বায়াল দাউদের সাক্ষাতে এসে উপুড় হয়ে পড়ে
প্রণিপাত করলেন। দাউদ বললেন, ‘মেরিব-বায়াল!’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এই যে, আপনার দাস।’
৭ দাউদ তাঁকে বললেন, ‘ভয় করো না, তোমার পিতা যোনাথানের খাতিরে আমি তোমার উপকার
করতে চাই, আমি তোমার পিতামহ সৌলের সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়ে দেব আর তুমি
সবসময় আমার নিজের টেবিলে বসে খাবে।’ ৮ তিনি প্রণিপাত করে বললেন, ‘আপনার এই দাস
কে যে আপনি আমার মত মৃত কুকুরের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন?’ ৯ পরে রাজা সৌলের অনুচারী
সেই জিবাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, ‘আমি সৌলের ও তাঁর গোটা কুলের সমস্ত সম্পদ তোমার
মনিবের ছেলেকে দিলাম। ১০ আর তুমি, তোমার ছেলেরা ও দাসেরা তাঁর জন্য সমস্ত জমি চাষ
করবে ও তোমার মনিবের ছেলের জন্য খাদ্য যোগাবার উদ্দেশ্যে জমির ফসল এনে দেবে; কিন্তু
তোমার মনিবের ছেলে মেরিব-বায়াল সবসময় আমার নিজের টেবিলে বসে খাবে।’ সেই জিবার
পনেরোজন ছেলে ও কুড়িজন দাস ছিল। ১১ জিবা রাজাকে বলল, ‘আমার প্রভু মহারাজ তাঁর দাসকে
যা কিছু আজ্ঞা করেছেন, আপনার এই দাস সবকিছু সেইমত করবে।’ তাই মেরিব-বায়াল
রাজপুত্রদের একজনের মত রাজার নিজের টেবিলে বসে খেতে লাগলেন। ১২ মেরিব-বায়ালের মিখা
নামে একটি ছোট ছেলে ছিল; জিবার বাড়িতে যত লোক বাস করছিল, তারা সকলে
মেরিব-বায়ালের সেবায় নিযুক্ত হল। ১৩ মেরিব-বায়াল যেরুসালেমে বাস করলেন, যেহেতু তিনি
সবসময়ই রাজার নিজের টেবিলে বসে খেতেন। তিনি দু’পায়ে খোঁড়া ছিলেন।

আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ-অভিযান

১০ এই সমস্ত ঘটনার পর, যখন আম্মোনীয়দের রাজা মরলেন ও তাঁর সন্তান হানুন তাঁর পদে রাজা
হলেন, ২ তখন দাউদ ভাবলেন, ‘হানুনের পিতা নাহাশ আমার প্রতি যেমন সহৃদয়তা
দেখিয়েছিলেন, আমিও হানুনের প্রতি তেমনি সহৃদয়তা দেখাব।’ দাউদ তাঁকে পিতৃশোকে সান্ত্বনা
দেবার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধিকে পাঠালেন। কিন্তু দাউদের প্রতিনিধিরা আম্মোনীয়দের দেশে
এসে পৌঁছলে ৩ আম্মোনীয়দের জননেতারা তাঁদের প্রভু হানুনকে বললেন, ‘আপনি কি সত্যি মনে
করছেন যে, দাউদ আপনার পিতার সম্মানার্থেই আপনার কাছে সান্ত্বনাদানকারীদের পাঠিয়েছে?
বরং, দাউদ কি নগরীর খোঁজখবর নেবার জন্য ও পরিদর্শন করে নগরী বিনাশ করার জন্যই তাঁর
প্রতিনিধিদের পাঠায়নি?’ ৪ তখন হানুন দাউদের প্রতিনিধিদের ধরে তাদের দাড়ির অর্ধেক ও
পোশাকের অর্ধেক অর্থাৎ নিতম্বদেশ পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় দিলেন। ৫ দাউদকে একথা
জানানো হল, আর তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লোক পাঠালেন, যেহেতু তারা ভীষণ লজ্জার
মধ্যে ছিল। রাজা বলে পাঠালেন, ‘যতদিন তোমাদের দাড়ি না বাড়ে, ততদিন তোমরা যেরিখোতে
থাক; পরে ফিরে এসো।’
৬ আম্মোনীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা দাউদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছে, তখন লোক
পাঠিয়ে বেথ্‌-রেহোবের আম্মোনীয়দের ও জোবার আরামীয়দের কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্যকে,
মায়াখার রাজার এক হাজার লোককে ও টোবের জননেতার বারো হাজার লোককে বেতনের
ভিত্তিতে আনাল। ৭ এই খবর পেয়ে দাউদ যোয়াবকে ও বীরপুরুষদের সমস্ত সৈন্যদলকে সেখানে

পাঠিয়ে দিলেন। ৮ আম্মোনীয়েরা বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করার জন্য নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে সৈন্যশ্রেণী
বিন্যাস করল; এদিকে জোবা ও রেহোবের আরামীয়েরা আর টোবের ও মায়াখার লোকেরা খোলা
মাঠে আলাদা থাকল। ৯ তখন যোয়াব দেখলেন যে, সামনে ও পিছনে দুই দিকেই তাঁকে আক্রমণ
করা হবে; তাই তিনি ইস্রায়েলীয়দের সেরা যোদ্ধাদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে আরামীয়দের
বিপরীতে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলেন, ১০ আর বাকি লোকদের তিনি তাঁর ভাই আবিশাইয়ের হাতে
তুলে দিলেন; আর তিনি নিজে আম্মোনীয়দের বিপরীতে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলেন। ১১ তিনি
বললেন, 'যদি আরামীয়েরা আমার চেয়ে বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্যে আসবে, আর যদি
আম্মোনীয়েরা তোমার চেয়ে বলবান হয়, তবে আমি তোমার সাহায্যে যাব। ১২ সাহস ধর: এসো,
আমাদের জাতির খাতিরে ও আমাদের পরমেশ্বরের সকল শহরের খাতিরে নিজেদের বলবান
দেখাই, আর প্রভু যা ভাল মনে করেন, তিনি তাই করুন।' ১৩ যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা
আরামীয়দের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এগিয়ে গেলে তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল। ১৪
আরামীয়েরা পালাচ্ছে দেখে আম্মোনীয়েরাও আবিশাইয়ের সামনে থেকে পালিয়ে শহরের ভিতরে
গেল। ফলে যোয়াব আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রা বন্ধ করে যেরুসালেমে ফিরে এলেন।

১৫ আরামীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হল, তখন তারা সকলে
একত্র হল। ১৬ হাদাদ-এজের লোক পাঠিয়ে [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের আরামীয় সৈন্যদের
যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন; তারা হেলামে এল: হাদাদ-এজেরের দলের সেনাপতি শোবাখ তাদের
অগ্রনেতা ছিলেন। ১৭ খবরটা দাউদকে জানানো হলে তিনি গোটা ইস্রায়েলকে জড় করলেন, এবং
যর্দন পার হয়ে হেলামে গিয়ে পৌঁছলেন। আরামীয়েরা যুদ্ধ করার জন্য দাউদের বিপরীতে
সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করল। ১৮ কিন্তু আরামীয়েরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর দাউদ
আরামীয়দের সাতশ' রথারোহী ও চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে বধ করলেন, তাদের দলের
সেনাপতি সেই শোবাখকেও আঘাত করলেন, আর তিনি সেইখানে মারা পড়লেন। ১৯
হাদাদ-এজেরের সমস্ত সামন্তরাজ যখন দেখলেন যে, তাঁরা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হয়েছেন, তখন
ইস্রায়েলের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করলেন। সেসময় থেকে আরামীয়েরা
আম্মোনীয়দের সাহায্য করতে আর সাহস করল না।

আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধ-অভিযান—দাউদ ও বেথ্‌শেবা

১১ নববর্ষ শুরু হলে রাজারা যখন আবার রণ-অভিযানে বের হন, সেসময়ে দাউদ যোয়াবকে এবং
তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য অধিনায়ককে ও গোটা ইস্রায়েলকে যুদ্ধে পাঠালেন; তারা গিয়ে
আম্মোনীয়দের এলাকা ধ্বংস করে রাব্বা অবরোধ করল; কিন্তু দাউদ নিজে যেরুসালেমে রইলেন।

২ একদিন এমনটি ঘটল যে, বিকালবেলায় দাউদ বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছেন,
এমন সময় ছাদ থেকে দেখতে পান যে, একটি স্ত্রীলোক স্নান করছে; স্ত্রীলোকটি দেখতে খুবই
সুন্দরী। ৩ দাউদ তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লোক পাঠালেন। একজন বলল, 'এ তো বেথ্‌শেবা,
এলিয়ামের মেয়ে, হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রী!' ৪ তখন দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন, আর সে তাঁর
কাছে এলে তিনি তার সঙ্গে শুইলেন; অথচ মেয়েটি ঠিক তখনই ঋতুস্নান করে নিজেকে শুচি
করেছিল। তারপর সে বাড়ি ফিরে গেল। ৫ স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হল; সে লোক পাঠিয়ে দাউদকে
জানিয়ে দিল, 'আমি গর্ভবতী।'

৬ তখন দাউদ যোয়াবের কাছে লোক পাঠিয়ে এই হুকুম দিলেন, 'হিত্তীয় উরিয়াকে আমার কাছে
পাঠাও।' যোয়াব দাউদের কাছে উরিয়াকে পাঠালেন। ৭ উরিয়া তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলে দাউদ
তার কাছ থেকে যোয়াব ও লোকদের খবর নিলেন, এবং যুদ্ধ কেমন চলছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। ৮
তারপর দাউদ উরিয়াকে বললেন, 'এবার যাও, ঘরে গিয়ে পা ধুয়ে নাও।' উরিয়া প্রাসাদ ছেড়ে

বেরিয়ে গেল, তার পিছু পিছু রাজার খাবারের একটা অংশ পাঠানো হল। [৯] কিন্তু উরিয়া তার প্রভুর
অনুচারীদের সঙ্গে প্রাসাদের ফটকের কাছে শুয়ে ঘুমাল, বাড়ি গেল না। [১০] কথাটা দাউদকে জানানো
হল, তাঁকে বলা হল, 'উরিয়া বাড়ি যায়নি।' দাউদ উরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এইমাত্র
যাত্রাপথ করে আসনি? তবে কেন বাড়ি যাওনি?' [১১] উত্তরে উরিয়া দাউদকে বলল, 'মঞ্জুষা,
ইস্রায়েল ও যুদা আচ্ছাদনের নিচে বাস করছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর সৈন্যেরা
খোলা মাঠে ছাউনি করে আছেন; তবে আমি কি খাওয়া-দাওয়া করতে ও স্ত্রীর সঙ্গে শুতে নিজের
ঘরে যেতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্যি! আমি এমন কিছু করব না।'
[১২] দাউদ উরিয়াকে বললেন, 'তুমি আজও এখানে থাক, আগামীকাল তোমাকে যেতে দেব।' তাই
উরিয়া সেদিন ও পরদিন যেরুসালেমে থাকল। [১৩] আর দাউদ তাকে নিজের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া
করতে নিমন্ত্রণ করে তাকে মাতাল করলেন; সন্ধ্যাবেলায় সে বের হয়ে তাঁর প্রভুর অনুচারীদের
সঙ্গে তার বিছানায় শুতে গেল, বাড়ি গেল না। [১৪] সকালে দাউদ যোয়াবকে একটা পত্র লিখে
উরিয়ার হাতে পাঠিয়ে দিলেন। [১৫] পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'তোমরা উরিয়াকে সৈন্যদলের
পুরোভাগেই রাখ, যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেইখানে! পরে তাকে ছেড়ে পিছিয়ে এসো, যেন সে
শত্রুর আঘাতে মারা পড়ে।' [১৬] তখন যোয়াব, যিনি শহর অবরোধ করছিলেন, উরিয়াকে এমন
জায়গায় নিযুক্ত করলেন, যেখানে তিনি জানতেন, সেইখানে শত্রুপক্ষের বীরযোদ্ধারা রয়েছে। [১৭]
শহরের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যোয়াবকে আক্রমণ করল; তখন সৈন্যদলের ও দাউদের
রাজরক্ষীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোক প্রাণ হারাল; হিত্তীয় উরিয়াও মারা পড়ল।

[১৮] যোয়াব লোক পাঠিয়ে যুদ্ধের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দাউদকে জানালেন; [১৯] দূতকে তিনি এই আজ্ঞা
দিলেন: 'তুমি রাজার সামনে যুদ্ধের বিস্তারিত বৃত্তান্ত শেষ করলে, [২০] যদি রাজা রেগে ওঠেন আর
যদি তিনি বলেন, "তোমরা যুদ্ধ করতে শহরের এত কাছাকাছি গিয়েছিলে কেন? তোমরা কি একথা
জানতে না যে, তারা প্রাচীর থেকে তীর ছুড়বে? [২১] যেরুব্বেশেতের সন্তান আবিমেলেককে কে মেরে
ফেলেছিল? একটি স্ত্রীলোক একটা জাঁতার উপরের পাট প্রাচীর থেকে তার উপরে ফেলে দিলে সে
কি তেবেসে মরেনি? তোমরা কেন প্রাচীরের এত কাছাকাছি গিয়েছিলে?" তাহলে তুমি বলবে,
আপনার দাস হিত্তীয় উরিয়াও মারা গেছে।'

[২২] সেই দূত রওনা হয়ে, যোয়াব তাকে যা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কথা দাউদকে
জানাল। দাউদ যোয়াবের উপরে রেগে গেলেন; তিনি দূতকে বললেন, 'তোমরা যুদ্ধ করতে শহরের
এত কাছাকাছি গিয়েছিলে কেন? তোমরা কি একথা জানতে না যে, তারা প্রাচীর থেকে তীর ছুড়বে?
যেরুব্বেশেতের সন্তান আবিমেলেককে কে মেরে ফেলেছিল? একটি স্ত্রীলোক একটা জাঁতার উপরের
পাট প্রাচীর থেকে তার উপরে ফেলে দিলে সে কি তেবেসে মরেনি? তোমরা কেন প্রাচীরের এত
কাছাকাছি গিয়েছিলে?' [২৩] দূত দাউদকে বলল, 'সেই লোকেরা আমাদের চেয়ে প্রবল হয়ে খোলা
মাঠে আমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে এসেছিল; কিন্তু আমরা নগরদ্বারের প্রবেশস্থান পর্যন্ত তাদের পিছনে
ধাওয়া করেছিলাম; [২৪] তখন তীরন্দাজেরা প্রাচীর থেকে আপনার দাসদের উপরে তীর ছুড়ল ও
মহারাজের বেশ কয়েকজন দাস মারা পড়ল। আপনার দাস হিত্তীয় উরিয়াও মারা গেছে।' [২৫] তখন
দাউদ দূতকে বললেন, 'যোয়াবকে একথা বল: এই ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না, কেননা খড়্গ যেমন
একজনকে তেমনি আর একজনকেও গ্রাস করে। তুমি শহরের বিরুদ্ধে আরও প্রবলভাবে আক্রমণ
চালাও, শহরটাকে উচ্ছেদ কর। তুমি নিজেও তার অন্তরে সাহস যোগাও।'

[২৬] উরিয়ার স্ত্রী তার স্বামী উরিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার গৃহপতির জন্য শোকপালন করল। [২৭]
শোকপালনের দিনগুলি পার হয়ে যাওয়ার পর দাউদ লোক পাঠিয়ে তাকে নিজের বাড়িতে তুলে
আনালেন। সে তাঁর স্ত্রী হল, ও তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু দাউদ যা

করেছিলেন, তা প্রভুর দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল।

ব্যভিচারের শাস্তি ও সলোমনের জন্ম

১২ প্রভু দাউদের কাছে নাথানকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, ‘এক
শহরে দু’জন লোক ছিল: একজন ধনী, আর একজন গরিব। ২ ধনী লোকের ছিল মেষ ও গবাদি
পশুর বিরাট বিরাট পাল, ৩ কিন্তু গরিব লোকের কিছুই ছিল না, কেবল ছোট্ট একটি বাচ্চা মেষ ছিল,
সে তা কিনে পুষছিল; সেটি তার ঘরে তার ছেলেদের সঙ্গে থেকে বড় হয়েছিল, তারই খাবার খেত,
তারই পাত্রে পান করত, তারই কোলে শুয়ে ঘুমাত; এক কথায়, তার জন্য সেই মেষ ছিল একটি
মেয়ের মত। ৪ একদিন ওই ধনী লোকের বাড়িতে একজন পথিক এসে পড়ল; সেই অতিথি যাত্রীর
জন্য খাবার যোগাবার জন্য ধনী লোকটা নিজের পালের মধ্য থেকে কোন মেষ বা গবাদি পশু নিতে
চাইল না, কিন্তু সেই গরিব লোকের মেষটিকেই কেড়ে নিয়ে অতিথির জন্য খাবার প্রস্তুত করল।’
৫ সেই লোকের উপরে দাউদের প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি নাথানকে বললেন, ‘জীবনময়
প্রভুর দিব্যি! যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, সে মৃত্যুর যোগ্য। ৬ সে যখন মমতা না দেখিয়ে
তেমন কাজ করেছে, তখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে সেই মেষের চারগুণ দাম দিতে হবে।’ ৭ তখন
নাথান দাউদকে বললেন, ‘আপনিই সেই লোক! ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু নিজে একথা বলছেন:
আমিই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করেছি, আমিই সৌলের হাত থেকে
তোমাকে উদ্ধার করেছি, ৮ এবং তোমার প্রভুর বাড়ি তোমাকে দিয়েছি, তোমার প্রভুর পত্নীদের
তোমার বাহুতলে তুলে দিয়েছি, ইস্রায়েলের ও যুদার কুল তোমাকে দিয়েছি, আর এও যদি যথেষ্ট
না হত, আর কত কিছুই না তোমাকে দিতাম। ৯ তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে
যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়াকে খড়্গ দ্বারা বধ করেছ, তার স্ত্রীকে নিয়ে
নিজেরই স্ত্রী করেছ, আম্মোনীয়দের খড়্গের আঘাতে উরিয়ার মৃত্যু ঘটিয়েছ। ১০ তাই খড়্গ কখনও
তোমার কুলকে ছেড়ে যাবে না, কারণ তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ ও হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রীকে নিয়ে
নিজেরই স্ত্রী করেছ। ১১ প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার নিজের কুল থেকেই তোমার বিরুদ্ধে
অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি: তোমার চোখের সামনেই তোমার পত্নীদের নিয়ে তোমার ঘনিষ্ঠ
একজন আত্মীয়ের হাতে তুলে দেব, আর সে সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই, তাদের সঙ্গে শোবে। ১২
তুমি গোপনেই ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমি গোটা ইস্রায়েলের সামনে ও সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই,
এইসব কিছু ঘটাব।’
১৩ দাউদ নাথানকে বললেন, ‘আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি!’ নাথান দাউদকে বললেন,
‘আচ্ছা, প্রভু আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন, আপনাকে আর মরতে হবে না। ১৪ কিন্তু এই বিষয়ে
আপনি প্রভুকে বড়ই অপমান করেছেন বিধায় আপনার নবজাত শিশুকে মরতে হবে।’ ১৫ আর
নাথান বাড়ি ফিরে গেলেন।
উরিয়ার স্ত্রী দাউদের ঘরে যে শিশু প্রসব করল, প্রভু তাকে আঘাত করলেন: শিশুটি খুবই অসুস্থ
হয়ে পড়ল। ১৬ দাউদ শিশুটির জন্য পরমেশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করলেন, দাউদ কঠোরভাবে
উপবাস করলেন, ফিরে এসে মাটিতেই শুয়ে রাত কাটালেন। ১৭ তখন তাঁর বাড়ির প্রবীণেরা তাঁকে
সাধাসাধি করলেন যেন তিনি মাটি থেকে ওঠেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনলেন না, তাঁদের সঙ্গে কিছুটা
খেতেও চাইলেন না। ১৮ সপ্তম দিনে শিশুটি মরল; শিশুটি যে মারা গেছে, তাঁর অনুচারীরা তাঁকে
এই কথা বলতে ভয় করছিল, কারণ তারা ভাবছিল, ‘দেখ, শিশুটি জীবিত থাকতে আমরা তাঁর
সঙ্গে কথা বললেও তিনি আমাদের কথায় কান দিতেন না; এখন কেমন করে তাঁকে বলব যে,
শিশুটি মারা গেছে? বললে তিনি অমঙ্গলকর কিছু করতেও পারেন!’ ১৯ কিন্তু তাঁর অনুচারীরা
নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে দেখে দাউদ বুঝলেন, শিশুটি মারা গেছে; দাউদ নিজে

অনুচারীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিশুটি কি মারা গেছে?' তারা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মারা গেছে।' ২০
তখন দাউদ মাটি থেকে উঠে স্নান করলেন, গায়ে তেল মাখলেন ও পোশাক পাল্টিয়ে নিলেন; এবং
প্রভুর গৃহে প্রবেশ করে প্রণিপাত করলেন। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে খাবার মত কিছু
চাইলেন, এবং বসে খেতে লাগলেন। ২১ তাঁর অনুচারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ আপনার কেমন
ব্যবহার? শিশুটি জীবিত থাকতে আপনি তার জন্য উপবাস করছিলেন ও চোখের জল ফেলছিলেন,
এখন যে সে মারা গেছে আর আপনি উঠে খাওয়া-দাওয়া করছেন।' ২২ তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ,
শিশুটি জীবিত থাকতে আমি উপবাস করছিলাম ও চোখের জল ফেলছিলাম, কেননা ভাবছিলাম,
হয় তো প্রভু আমার প্রতি সদয় হবেন আর শিশুটি বাঁচবে। ২৩ এখন কিন্তু যে সে মারা গেছে,
উপবাস করব কেন? আমি কি তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি? আমিই তার কাছে যাব, কিন্তু
সে আমার কাছে ফিরে আসবে না।'

২৪ দাউদ তাঁর স্ত্রী বেথ্‌শেবার কাছে গিয়ে ও তাঁর সঙ্গে শুয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন; সে একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করল, আর দাউদ তার নাম সলোমন রাখলেন। ২৫ প্রভু তাকে ভালবাসলেন, ও
নবী নাথানকে প্রেরণ করলেন, আর তিনি প্রভুর আদেশমত তার নাম যেদিদিয়া রাখলেন।

রাব্বা হস্তগত

২৬ ইতিমধ্যে যোয়াব আম্মোনীয়দের সেই রাব্বা আক্রমণ করে রাজনগরটি হস্তগত করেছিলেন। ২৭
একদল দূত মারফত তিনি দাউদকে বলে পাঠালেন, 'আমি রাব্বা আক্রমণ করে জলনগর হস্তগত
করেছি। ২৮ এখন আপনি জনগণের বাকি অংশ জড় করে শহরের বিরুদ্ধে শিবির বসিয়ে তা দখল
করুন, নইলে কি জানি, আমিই শহরটা দখল করলে তা আমারই নাম বহন করবে।' ২৯ দাউদ
গোটা জনগণকে জড় করলেন ও রাব্বার দিকে রণযাত্রা করে তা আক্রমণ করলেন ও দখল
করলেন। ৩০ তিনি সেখানকার রাজার মাথা থেকে মুকুট কেড়ে নিলেন; সেই মুকুটে ছিল এক বাট
সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা। মুকুটটি দাউদের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল আর তিনি ওই শহর থেকে
অতি প্রচুর লুটের মাল বের করে আনলেন। ৩১ দাউদ সেখানকার লোকদের বের করে দিয়ে তাদের
করাত, লোহার মই ও লোহার কুড়ালের যত কাজে লাগালেন ও ইটের কারখানায় নিযুক্ত করলেন।
তিনি আম্মোনীয়দের সকল শহরের প্রতি সেইমত করলেন। পরে দাউদ ও গোটা সৈন্যদল
যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

আম্নোন ও তামার

১৩ এই সমস্ত ঘটনার পর এমনটি ঘটল যে, দাউদের সন্তান আবশালোমের তামার নামে সুন্দরী এক
সহোদরা ছিল, আর দাউদের সন্তান আম্নোন তার প্রেমে পড়ল। ২ আম্নোন এতই উত্তপ্ত হল যে, নিজ
বোন সেই তামারের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ল, কেননা সে কুমারী হওয়ায় আম্নোন তার প্রতি কিছু করা
অসম্ভব মনে করছিল। ৩ আম্নোনের যোনাদাব নামে একটি বন্ধু ছিল; সে ছিল দাউদের ভাই
শিমেয়ার সন্তান; এই যোনাদাব খুবই চতুর এক মানুষ ছিল। ৪ আম্নোনকে সে বলল, 'রাজপুত্র!
তুমি দিন দিন এত রোগা হচ্ছ কেন? আমাকে কি বলবে না?' আম্নোন তাকে বলল, 'আমি আমার
ভাই আবশালোমের সহোদরা সেই তামারকে ভালবাসি।' ৫ যোনাদাব বলল, 'তুমি বিছানায় শুয়ে
অসুস্থতার ভান কর; তোমার পিতা তোমাকে দেখতে এলে তাঁকে বল: দয়া করে আমার বোন
তামারকে আমার কাছে আসতে আজ্ঞা করুন, সে আমাকে খাবার পরিবেশন করুক ও নিজের হাতে
আমার চোখের সামনেই খাবার প্রস্তুত করুক যেন আমি দেখতে পাই; তবেই আমি তার হাত থেকে
খাবার নেব।'

৬ আম্নোন অসুস্থতার ভান করে বিছানায় শুয়ে রইল; রাজা তাকে দেখতে এলে আম্নোন রাজাকে

বলল, ‘বিনয় করি, আমার বোন তামার এসে আমার চোখের সামনে দু’খান পিঠা প্রস্তুত করুক; তবেই আমি তার হাত থেকে খাবার নেব।’ ৭ দাউদ তামারের ঘরে লোক পাঠিয়ে বললেন, ‘তুমি একবার তোমার ভাই আম্নোনের ঘরে গিয়ে তাকে কিছু খাবার প্রস্তুত করে দাও।’ ৮ তাই তামার তার ভাই আম্নোনের ঘরে গেল; তখন সে শুয়ে ছিল। তামার ময়দা ছেনে তার চোখের সামনে পিঠা প্রস্তুত করে রান্না করল; ৯ পরে তাওয়া নিয়ে গিয়ে তার সামনে ঢেলে দিল, কিন্তু সে খেতে রাজি হল না; আম্নোন বলল, ‘সকল লোক আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাক।’ সকলে তার সামনে থেকে বেরিয়ে গেল। ১০ তখন আম্নোন তামারকে বলল, ‘খাবার আমার ঘরের মধ্যে আন, আমি তোমার হাত থেকে খাবার নেব।’ তামার নিজের তৈরী সেই পিঠা নিয়ে ঘরের মধ্যে নিজ ভাই আম্নোনের কাছে গেল। ১১ কিন্তু সে তাকে পিঠা খেতে দিতে না দিতেই আম্নোন তাকে ধরে বলল, ‘বোন আমার, এসো, আমার সঙ্গে শোও।’ ১২ সে উত্তরে বলল, ‘না, ভাই, না! আমাকে মানভ্রষ্টা করো না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কাজ করা যায় না; তেমন জঘন্য কাজ করো না। ১৩ আমি কোথায় আমার কলঙ্ক বইব? আর তুমিও ইস্রায়েলের মধ্যে একজন পাষণ্ডের সমান হবে। তাই বিনয় করি, তুমি বরং রাজাকে গিয়ে খুলে বল, তিনি আমাকে তোমার হাতে দিতে অসম্মত হবেন না।’ ১৪ কিন্তু আম্নোন তার কথা শুনতে চাইল না; তামারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়ায় সে তার সঙ্গে শুয়ে তাকে মানভ্রষ্টা করল। ১৫ পরে আম্নোন তার প্রতি খুবই ঘৃণা বোধ করতে লাগল: তার প্রতি আগে তার যেমন ভালবাসা ছিল, তার চেয়ে এখন তাকে বেশিই ঘৃণা করতে লাগল। ১৬ আম্নোন তাকে বলল, ‘ওঠ, চলে যাও।’ সে তাকে বলল, ‘না! আমার সঙ্গে তুমি যে প্রথম দোষ করেছে, তার চেয়ে আমাকে বের করে দেওয়া তেমন মহাদোষ আরও মন্দ।’ কিন্তু আম্নোন তার কথা শুনতে চাইল না; ১৭ এমনকি, যে যুবক তার নিজের পরিচারক ছিল, সে তাকে ডেকে বলল, ‘একে আমার কাছ থেকে বের করে দাও ও ওর পিছনে দরজায় খিল মেরে দাও!’ ১৮ মেয়েটির গায়ে লম্বা-হাতা একটা জোব্বা ছিল, কেননা অবিবাহিতা রাজকুমারীরা সেই ধরনের পোশাক পরত। আম্নোনের পরিচারক তাকে বের করে দিয়ে তার পিছনে দরজায় খিল মেরে দিল। ১৯ তামার মাথায় ছাই দিল ও গায়ের ওই লম্বা-হাতা জোব্বা ছিঁড়ে মাথায় হাত দিয়ে হাহাকার করতে করতে চলে গেল। ২০ তার সহোদর আবশালোম তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার ভাই আম্নোন কি তোমার সঙ্গে ছিল? আচ্ছা, বোন, এখনকার মত চুপ কর, সে তো তোমার ভাই; এই ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না।’ কিন্তু তামার বিষণ্ণ মনে তার সহোদর আবশালোমের ঘরে থাকল। ২১ দাউদ রাজা এই সমস্ত কথা শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু নিজ সন্তান আম্নোনকে ক্ষতি করতে চাইলেন না, কেননা আম্নোনের প্রতি তিনি খুবই অনুরক্ত ছিলেন, যেহেতু আম্নোন ছিল তাঁর প্রথমজাত পুত্র। ২২ আবশালোম আম্নোনের সঙ্গে ভাল মন্দ কিছুই বলল না, কেননা তার সহোদরা তামারকে সে মানভ্রষ্টা করায় আবশালোম আম্নোনকে ঘৃণা করছিল।

আম্নোনকে হত্যা ও আবশালোমের পলায়ন

২৩ পুরা দু’বছর পরে এফ্রাইমের কাছে অবস্থিত বায়াল-হাৎসোরে আবশালোমের মেষগুলোর লোমকাটা হচ্ছিল, এমন সময় আবশালোম সমস্ত রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করল। ২৪ আবশালোম রাজাকে গিয়ে বলল, ‘দেখুন, আপনার এই দাসের মেষগুলোর লোমকাটা হচ্ছে; বিনয় করি, মহারাজ ও রাজার পরিষদেরা আপনার দাসের বাড়িতে আসুন।’ ২৫ রাজা আবশালোমকে বললেন, ‘সন্তান আমার, তা নয়, আমরা সকলে যাব না, পাছে তোমার পক্ষে একটা ভার হই।’ সে পীড়াপীড়ি করলেও রাজা যেতে রাজি হলেন না, তবু তাকে আশীর্বাদ করলেন। ২৬ তখন আবশালোম বলল, ‘তা না হোক, কিন্তু আমার ভাই আম্নোনকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন।’ রাজা তাকে বললেন, ‘সে কেন তোমার সঙ্গে যাবে?’ ২৭ কিন্তু আবশালোম তাঁকে পীড়াপীড়ি করলে রাজা আম্নোনকে ও তার

সঙ্গে সমস্ত রাজপুত্রকেও যেতে দিলেন।
আব্শালোম রাজোচিত ভোজের আয়োজন করে [২৮] চাকরদের এই আজ্ঞা দিল: 'দেখ, আঙুররস
খেয়ে আম্নোনের মন উৎফুল্ল হলে যখন আমি তোমাদের বলব: আম্নোনকে মার, তখন তোমরা
তাকে বধ কর—ভয় করবে না! আমি নিজেই কি তোমাদের আজ্ঞা দিইনি? তোমরা সাহস ধর,
বীর্য দেখাও!' [২৯] আব্শালোমের চাকরেরা আম্নোনের প্রতি আব্শালোমের আজ্ঞামত ব্যবহার করল;
তখন রাজপুত্রেরা সকলে উঠে যে যার খচ্চরে চড়ে পালিয়ে গেল।
[৩০] তারা তখনও পথে আছে, এমন সময় দাউদের কাছে খবরটা পৌঁছল: 'আব্শালোম সমস্ত
রাজপুত্রকে বধ করেছে, তাদের একজনও বেঁচে থাকেনি।' [৩১] তখন রাজা উঠে পোশাক ছিঁড়ে ফেলে
মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তাঁর পাশে যত অনুচারীরা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সকলেও
নিজ নিজ পোশাক ছিঁড়ল। [৩২] কিন্তু দাউদের ভাই শিমেয়ার সন্তান যোনাদাব বলল, 'আমার প্রভু
যেন মনে না করেন যে, সমস্ত রাজকুমারকে হত্যা করা হয়েছে; কেবল আম্নোন মরেছে, কেননা
যেদিন সে আব্শালোমের সহোদরা তামারকে মানভ্রষ্টা করেছে, সেদিন থেকে আব্শালোম ঠিক তাই
স্থির করেছিল। [৩৩] সুতরাং আমার প্রভু মহারাজ যেন মনে মনে কল্পনা না করেন যে, সমস্ত রাজপুত্র
মরেছে; আম্নোন একাই মরেছে [৩৪] আর আব্শালোম পালিয়ে গেছে।'
যে যুবক তখন প্রহরী ছিল, সে চোখ তুলে দেখল, পর্বতের পাশ থেকে বাহুরিম পথ দিয়ে বহু
লোকের ভিড় আসছে। প্রহরী রাজাকে খবর দিতে এসে বলল, 'আমি পর্বতের পাশ থেকে বাহুরিম
পথ দিয়ে বহু লোক আসতে দেখেছি।' [৩৫] যোনাদাব রাজাকে বলল, 'এই যে রাজপুত্রেরা আসছে!
আপনার দাস যা বলেছিল, ঠিক তাই ঘটল।' [৩৬] তার কথা শেষ হতে না হতেই, দেখ, রাজপুত্রেরা
উপস্থিত হয়ে জোর গলায় কাঁদল; রাজা ও তাঁর সমস্ত পরিষদও অঝোরে কাঁদলেন।
[৩৭] আব্শালোম পালিয়ে গেশুরের রাজা আম্মিহুদের সন্তান তাল্‌মাইয়ের কাছে গেল। রাজা বহুদিন
ধরে নিজ সন্তানের জন্য শোকপালন করলেন। [৩৮] আব্শালোম পালিয়ে গেশুরে গিয়ে সেখানে তিন
বছর থাকল।

আব্শালোমের প্রত্যাগমন

[৩৯] পরে, আম্নোনের মৃত্যুর জন্য দাউদ রাজা একবার সান্ত্বনা পেলে আব্শালোমের উপরে তার
ক্রোধ প্রশমিত হল।
১৪ সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব লক্ষ করলেন যে, রাজার হৃদয় আব্শালোমের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। [২]
তখন তিনি তেকোয়াতে দূত পাঠিয়ে সেখান থেকে বুদ্ধিমতী একটি স্ত্রীলোককে আনিয়ে তাকে
বললেন, 'তুমি শোকপালনের ভান কর: শোক-উপযুক্ত পোশাক পর, গায়ে তেল মেখো না; এমন
স্ত্রীলোকের মত ব্যবহার কর যে বহুদিন ধরে মৃতজনের জন্য শোক করছে; [৩] পরে রাজার কাছে
গিয়ে তাঁকে এই ধরনের কথা বল;' আর কি বলতে হবে, যোয়াব তাকে শিখিয়ে দিলেন।
[৪] তেকোয়ার সেই স্ত্রীলোক রাজার কাছে কথা বলতে গিয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে
প্রণিপাত করল; সে বলল, 'মহারাজ, রক্ষা করুন!' [৫] রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কি?'
স্ত্রীলোকটি বলল, 'হায়! আমি বিধবা, আমার স্বামী মারা গেছেন। [৬] আর আপনার দাসীর দু' ছেলে
ছিল, তারা খোলা মাঠে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে লাগল আর সেখানে কেউই ছিল না যে
তাদের মধ্যে দাঁড়াবে; তাই একজন অপরজনকে আঘাত করে মেরে ফেলল। [৭] দেখুন, গোটা গোত্র
আপনার দাসীর বিরুদ্ধে উঠে বলছে: সেই ভ্রাতৃঘাতককে তুলে দাও, আমরা তার হত্যা করা
ভাইয়ের প্রাণের বদলে তার প্রাণ নেব। এভাবে উত্তরাধিকারীকেও তারা উচ্ছেদ করবে, তখন
আমার কাছে যা বাকি রয়েছে, সেই অঙ্গারটুকুও নিভিয়ে দেবে; হ্যাঁ, পৃথিবীর বুকে আমার স্বামীর
নাম আর থাকবে না, বংশও থাকবে না।' [৮] রাজা স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'বাড়ি যাও, আমি তোমার

ব্যাপারে উপযুক্ত নির্দেশ দেব।' ৯ তেকোয়ার সেই স্ত্রীলোক রাজাকে বলল, 'প্রভু আমার! হে মহারাজ! আমারই উপরে ও আমার পিতৃকুলের উপরে এই অপরাধের দণ্ড নেমে পড়ুক; মহারাজ ও তাঁর সিংহাসন এব্যাপারে নির্দোষ!' ১০ রাজা বললেন, 'যে কেউ তোমাকে হুমকি দেয়, তাকে আমার কাছে আন, সে তোমাকে আর স্পর্শ করবে না।' ১১ স্ত্রীলোকটি বলল, 'আপনার দোহাই, মহারাজ তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নাম উচ্চারণ করুন, যেন রক্তের প্রতিফলদাতা আর কোন ক্ষতি সাধন না করে, নইলে তারা আমার ছেলেকে বিনাশ করবে।' রাজা বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! তোমার ছেলের একটা চুলও মাটিতে পড়বে না!' ১২ তখন স্ত্রীলোকটি বলল, 'আপনার দোহাই, আপনার দাসীকে আমার প্রভু মহারাজের কাছে একটা কথা বলতে দিন।' রাজা বললেন, 'বল।' ১৩ স্ত্রীলোক বলে চলল, 'তবে পরমেশ্বরের জনগণের প্রতি আপনার সঙ্কল্প এরূপ কেন? বস্তুত তেমন রায় দেওয়ায় মহারাজ এক প্রকারে নিজেকেই দোষী ঘোষণা করছেন, যেহেতু মহারাজ তাঁর নির্বাসিত ছেলেকে ফিরিয়ে আনছেন না। ১৪ আমাদের তো সকলকেই মরতে হয়, এবং একবার মাটির বুকে ঢেলে ফেলার পর যা তুলে নেওয়া যায় না, তেমন জলের মতই আমরা; পরমেশ্বরও প্রাণ ফিরিয়ে দেন না। অতএব রাজা চিন্তা-ভাবনা করে এমন উপায় বের করুন, যেন নির্বাসিত লোক তাঁর কাছ থেকে নির্বাসিত না হয়ে থাকে। ১৫ এখন আমি যে আমার প্রভু মহারাজের কাছে তেমন কথা বলতে এসেছি, তার কারণ এই: লোকেরা আমার অন্তরে ভয় জন্মিয়েছিল, তাই আপনার দাসী ভাবল, আমি মহারাজের কাছেই কথা বলব; কি জানি, মহারাজ তাঁর দাসীর কথামত কাজ করবেন। ১৬ মহারাজ অবশ্যই তাঁর দাসীর কথা শুনবেন ও আমার ছেলের সঙ্গে আমাকেও পরমেশ্বরের উত্তরাধিকার থেকে উচ্ছেদ করতে যে চেষ্টা করে, তার হাত থেকে তাঁর দাসীকে উদ্ধার করবেন।' ১৭ পরিশেষে স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমার প্রভু মহারাজের বাণী শান্তি মঞ্জুর করুক, কেননা মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে আমার প্রভু মহারাজ পরমেশ্বরের দূতেরই মত। আপনার পরমেশ্বর প্রভু আপনার সঙ্গে থাকুন!'

১৮ রাজা স্ত্রীলোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব, আমার কাছ থেকে তা কিছুই গোপন রেখো না!' স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমার প্রভু মহারাজ বলুন।' ১৯ রাজা বলে চললেন, 'এই সমস্ত ব্যাপারে তোমার পিছনে কি যোয়াবের হাত আছে?' স্ত্রীলোকটি বলল, 'প্রভু আমার, হে মহারাজ, আপনার জীবনেরই দিব্যি! আমার প্রভু মহারাজ যা বলেছেন, তার ডানে বা বাঁয়ে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই! হ্যাঁ, আপনার দাস যোয়াবই আমাকে এই আজ্ঞা দিয়েছেন; তিনিই এই সমস্ত কথা আপনার দাসীর মুখে দিয়েছেন। ২০ এই বিষয়ের নতুন চেহারা দেবার জন্য আপনার দাস যোয়াব এইভাবে ব্যবহার করেছেন; যাই হোক, আমার প্রভু পরমেশ্বরের দূতেরই মত বুদ্ধিমান; পৃথিবীর বুকে যা কিছু ঘটে, তা তিনি জানেন।'

২১ তখন রাজা যোয়াবকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যা নিবেদন করেছ, আমি তা মঞ্জুর করলাম; সুতরাং যাও, সেই যুবক আবশালোমকে ফিরিয়ে আন।' ২২ যোয়াব উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে প্রণিপাত করলেন ও রাজাকে আশীর্বাদ করলেন; যোয়াব বললেন, 'প্রভু আমার, মহারাজ, আপনি আপনার দাসের নিবেদন মঞ্জুর করলেন, এতে আপনার দাস আজ জানতে পারল যে, আপনার দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহের পাত্র হলাম।' ২৩ যোয়াব উঠে গেশুরে গিয়ে আবশালোমকে যেরুসালেমে ফিরিয়ে আনলেন। ২৪ কিন্তু রাজা বললেন, 'সে ফিরে এসে তার নিজের বাড়িতে যাক, সে যেন আমার মুখ না দেখে।' তাই আবশালোম তার নিজের বাড়িতে চলে গেল ও রাজার মুখ দেখতে পেল না।

২৫ গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে আবশালোমের মত সৌন্দর্যে তত প্রশংসার পাত্র কেউই ছিল না; তার পায়ের তালু থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তার দেহে কোন খুঁত ছিল না। ২৬ যখন তার মাথা-মুণ্ডন

হত—তার পক্ষে তার মাথার চুল বেশি ভারী হওয়ায় সে প্রতি বছর তা মুণ্ডন করাত—তখন সে
মাথার চুল ওজন করত, তাতে রাজপরিমাণ অনুসারে তা দু'শো শেকেল হত! ২৭ আব্শালোমের
তিন ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছিল, মেয়েটির নাম তামার; দেখতে সে সুন্দরী এক নারী ছিল।

২৮ আব্শালোম পুরা দু'বছর যেরুসালেমে বাস করল, কিন্তু রাজার মুখ কখনও দেখতে পেল না।
২৯ পরে আব্শালোম রাজার কাছে পাঠাবার জন্য যোয়াবকে ডাকিয়ে আনল, কিন্তু তিনি তার কাছে
আসতে রাজি হলেন না; দ্বিতীয়বার লোক পাঠালে তখনও তিনি আসতে রাজি হলেন না; ৩০ তাই
সে তার অনুচারীদের বলল, 'দেখ, আমার জমির পাশে যোয়াবের খেত আছে, সেখানে তার যে যব
আছে, তোমরা গিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দাও!' আব্শালোমের অনুচারীরা সেই খেতে আগুন
লাগিয়ে দিল। ৩১ তখন যোয়াব উঠে আব্শালোমের ঘরে এসে তাকে বললেন, 'তোমার অনুচারীরা
আমার খেতে কেন আগুন দিয়েছে?' ৩২ আব্শালোম যোয়াবকে বলল, 'আমি তোমার কাছে লোক
পাঠিয়ে বলেছিলাম: এখানে এসো, যেন রাজার কাছে এই কথা নিবেদন করার জন্য তোমাকে
পাঠাতে পারি: আমি গেশুর থেকে কেন ফিরে এলাম? আমার পক্ষে সেখানে থাকা আরও ভালই
হত! এখন আমি রাজার মুখ দেখতে চাই, আর যদি আমার মধ্যে অপরাধ থাকে, তবে তিনি
আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুন।' ৩৩ যোয়াব রাজাকে গিয়ে সেই কথা জানালে রাজা আব্শালোমকে
ডাকিয়ে আনলেন; সে রাজার কাছে গিয়ে রাজার সামনে উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত
করল; আর রাজা আব্শালোমকে চুম্বন করলেন।

আব্শালোমের বিপ্লব

১৫ কিন্তু এর পরে আব্শালোম নিজের জন্য রথ ও ঘোড়া যোগাড় করল, এবং পঞ্চাশজন লোক
রাখল, যারা তার আগে আগে দৌড়বে। ২ আব্শালোম ভোরে উঠে নগরদ্বারের প্রবেশপথের পাশে
দাঁড়াত, এবং যে কেউ বিবাদ-সংক্রান্ত কোন বিচারের জন্য রাজার কাছে আসত, আব্শালোম তাকে
ডেকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কোন্ শহরের লোক?' সে যদি বলত, 'আপনার দাস ইস্রায়েলের
অমুক গোষ্ঠীর লোক,' ৩ তাহলে আব্শালোম তাকে বলত, 'দেখ, তোমার বিবাদ উত্তম ও যথার্থ,
কিন্তু রাজার পক্ষ থেকে তোমার কথা শুনবে এমন কোন লোক নেই।' ৪ আব্শালোম আরও বলত,
'হায়! আমাকে কেন দেশের বিচারকপদে নিযুক্ত করা হয় না? তবেই যে কোন লোকের বিবাদ বা
বিচার সংক্রান্ত কোন ব্যাপার থাকত, সে আমার কাছে এলে আমি তার বিষয়ে ন্যায়বিচার সম্পাদন
করতাম।' ৫ যে কেউ তার সামনে প্রণিপাত করতে তার কাছে এগিয়ে আসত, সে তার প্রতি হাত
প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন করত ও চুম্বন করত। ৬ ইস্রায়েলের যত লোক বিচারের জন্য রাজার
কাছে যেত, সকলের প্রতি আব্শালোম এইভাবে ব্যবহার করত। আর এভাবে আব্শালোম
ইস্রায়েলীয়দের মন জয় করল।

৭ চার বছর কেটে গেলে পর আব্শালোম রাজাকে বলল, 'আমার অনুরোধ, আমি প্রভুর উদ্দেশে
যে মানত করেছি, তা পূরণ করতে আমাকে হেব্রোনে যেতে দিন; ৮ কেননা আপনার দাস আমি
আরাম দেশে গেশুর শহরে থাকাকালে এই বলে মানত করেছিলাম, যদি প্রভু আমাকে যেরুসালেমে
ফিরিয়ে আনেন, আমি প্রভুর সেবা করব।' ৯ রাজা বললেন, 'শান্তিতে যাও!' সে উঠে হেব্রোনে চলে
গেল।

১০ কিন্তু আব্শালোম ইস্রায়েলের সমস্ত জায়গায় দূত পাঠিয়ে বলল, 'তুরিধ্বনি শোনামাত্র তোমরা
বলবে, আব্শালোম হেব্রোনে রাজা হলেন!' ১১ যেরুসালেম থেকে আব্শালোমের সঙ্গে দু'শো লোক
গিয়েছিল; তারা তো আহূত হয়েছিল, সরল মনেই গিয়েছিল, এবিষয়ে কিছুই জানত না।

১২ আব্শালোম দাউদের মন্ত্রী গিলোনীয় আহিথোফেলকে তাঁর শহর গিলো থেকে ডেকে পাঠাল,
যেন যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে তার সঙ্গে থাকে। চক্রান্ত বড় হতে চলল, আর আব্শালোম-পক্ষের

লোকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

পলাতক দাউদ

১৩ একসময় একজন লোক দাউদকে গিয়ে এই খবর জানাল, 'ইস্রায়েলীয়দের মন আব্শালোমের
দিকে ফিরেছে।' ১৪ তখন দাউদের যে সকল পরিষদ যেরুসালেমে ছিল, তাদের তিনি বললেন,
'এসো, আমরা পালিয়ে যাই, নইলে আব্শালোমের হাত থেকে আমরা কেউই রক্ষা পাব না। যত
শীঘ্রই চলে যাও, পাছে সে হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের নাগাল পায় এবং আমাদের উপরে জয়ী
হয়ে খড়্গের আঘাতে নগরীতে হত্যাকাণ্ড শুরু করে।' ১৫ রাজার পরিষদেরা রাজাকে বলল, 'দেখুন,
আমাদের প্রভু মহারাজের যা ইচ্ছা, তাই করতে আপনার দাসেরা প্রস্তুত।' ১৬ তাই রাজা ও তাঁর
সমস্ত পরিজন পায়ে হেঁটে রওনা হলেন; রাজবাড়ির উপর লক্ষ রাখতে রাজা দশজন উপপত্নীকে
রেখে গেলেন। ১৭ তাই রাজা ও গোটা জনগণ পায়ে হেঁটে রওনা হলেন, ও শেষ বাড়িতে থামলেন।
১৮ রাজার সকল পরিষদ তাঁর পাশে পাশে চলছিল, এবং ক্রেথীয় ও পেলেথীয় সমস্ত লোক আর
গাতের সমস্ত লোক—তাঁর অনুসরণে গাৎ থেকে আসা ছ'শো লোক—তাঁর সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল।
১৯ তখন রাজা গাতীয় ইত্তাইকে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তুমিও কেন যাবে? তুমি ফিরে গিয়ে
রাজার সঙ্গে থাক, কেননা তুমি বিদেশী, এমনকি তোমার নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত লোক। ২০
তুমি তো কেবল গতকাল এসেছ, আর আমি আজ কি তোমাকে আমাদের সঙ্গে উদ্দেশবিহীন ভাবে
ঘুরতে নেব? আমি নিজেই তো জানি না কোথায় যাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও; তোমার ভাইদেরও সঙ্গে
নিয়ে যাও; কৃপা ও বিশ্বস্ততা তোমার সঙ্গে বিরাজ করুক।' ২১ ইত্তাই রাজাকে উত্তর দিলেন,
'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমার প্রভু মহারাজের জীবনেরও দিব্যি! জীবনের জন্য হোক বা মৃত্যুর
জন্য হোক, আমার প্রভু মহারাজ যেইখানে থাকবেন, আপনার দাসও সেখানে থাকবেই।' ২২ দাউদ
ইত্তাইকে বললেন, 'তবে চল, এগিয়ে যাও।' তখন গাতীয় ইত্তাই, তাঁর সমস্ত লোক ও সঙ্গী যত
ছেলেমেয়ে এগিয়ে গেল। ২৩ রাজা কেদ্রোন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ও সকল লোক
মরুপ্রান্তরের পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে দেশের গোটা জনগণ জোর গলায় কাঁদছিল।
২৪ আর দেখ, সাদোকও আসছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে লেবীয়েরাও ছিল। তারা পরমেশ্বরের
সন্ধি-মঞ্জুষা বহন করছিল। নগরী থেকে সমস্ত লোক বের না হওয়া পর্যন্ত তারা আবিয়াথারের কাছে
পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নামিয়ে রাখল। ২৫ রাজা সাদোককে বললেন, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার
নগরীতে নিয়ে যাও! যদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তিনি আমাকে আবার ফিরিয়ে
আনবেন ও তাঁর তাঁবুটাকে আমাকে আবার দেখতে দেবেন। ২৬ কিন্তু যদি তিনি বলেন: আমি
তোমাতে প্রীত নই, তবে এই যে আমি, তিনি যা ভাল মনে করেন, আমার প্রতি সেইমত করুন!' ২৭
রাজা সাদোক যাজককে আরও বললেন, 'দেখছ? তুমি শান্তিতে নগরীতে ফিরে যাও, তোমার ছেলে
আহিমায়াজ ও আবিয়াথারের ছেলে যোনাথানও তোমার সঙ্গে যাক। ২৮ দেখ, তোমাদের কাছ থেকে
কোন একটা খবর আমার কাছে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মরুপ্রান্তরের পারঘাটায় থেকে অপেক্ষা
করব।' ২৯ তাই সাদোক ও আবিয়াথার পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার যেরুসালেমে নিয়ে গিয়ে সেখানে
রইলেন।
৩০ দাউদ জৈতুন পর্বতের আরোহণ-পথ বেয়ে যাচ্ছিলেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতেই
যাচ্ছিলেন; তাঁর মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, পা ছিল নগ্ন; তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের
প্রত্যেকের মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তারাও চোখের জল ফেলতে ফেলতে উপরের দিকে উঠে
চলছিল। ৩১ এর মধ্যে দাউদের কাছে এই খবর আনা হল, 'আব্শালোমের সঙ্গে যারা চক্রান্ত
করেছে, তাদের মধ্যে আহিথোফেলও আছে।' দাউদ বললেন, 'বিনয় করি, প্রভু, আহিথোফেলের
মন্ত্রণা বিফল কর।'

[৩২] যে জায়গায় লোকেরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করত, দাউদ সেই পর্বতচূড়ায় এসে
পৌঁছলেই দেখতে পেলেন, আর্কীয় হুশাই ছেঁড়া জোব্বা পরে মাথায় মাটি দিয়ে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে আসছেন। [৩৩] দাউদ তাঁকে বললেন, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে এগিয়ে যাও, তবে আমার পক্ষে
তুমি একটা ভার হবে; [৩৪] কিন্তু যদি শহরে ফিরে গিয়ে আব্শালোমকে বল: হে রাজন্, আমি
আপনার দাস হব, আগে যেমন আপনার পিতার দাস ছিলাম, তেমনি এখন আপনার দাস হব,
তাহলে তুমি আমার জন্য আহিথোফেলের মন্ত্রণা ব্যর্থ করতে পারবে। [৩৫] সেখানে সাদোক ও
আবিয়াথার, এই দু'জন যাজক কি তোমার সঙ্গে থাকবে না? তাই তুমি রাজবাড়ির যে কোন কথা
শুনবে, তা সাদোক ও আবিয়াথার যাজককে বলবে। [৩৬] দেখ, সেখানে তাদের সঙ্গে তাদের দু'জন
ছেলে—সাদোকের ছেলে আহিমায়াজ ও আবিয়াথারের ছেলে যোনাথান আছে। তোমরা যে কোন
কথা শুনবে, তাদের মধ্য দিয়ে আমার কাছে তার খবর পাঠিয়ে দেবে।' [৩৭] তাই দাউদের বন্ধু হুশাই
শহরে গেলেন; ঠিক সেসময়ে আব্শালোম যেরুসালেমে প্রবেশ করছিল।

দাউদ ও জিবা

১৬ দাউদ পর্বতচূড়া পিছনে ফেলে রেখে একটু এগিয়ে গেলেন, আর দেখ, মেরিব-বায়ালের
অনুচারী সেই জিবা গদি-সজ্জিত দু'টো গাধা সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে মিলল। গাধাগুলোর পিঠে চাপা
ছিল দু'শোটা রুটি, একশ' গুচ্ছ কিশমিশ, একশ'টা গ্রীষ্মকালীন ফল ও এক ভিস্তি আঙুররস। [২]
রাজা জিবাকে বললেন, 'এসব কিছু নিয়ে তুমি কী করতে যাচ্ছ?' জিবা বলল, 'এই দুই গাধা হবে
রাজপরিজনের বাহন, এই রুটি ও ফল যুবকদের ক্ষুধা মেটাবে এবং আঙুররস লোকদের পিপাসা
মেটাবে যখন তারা মরুপ্রান্তরে শ্রান্ত হয়ে পড়বে।' [৩] রাজা বললেন, 'আর তোমার মনিবের ছেলে,
সে কোথায়?' জিবা রাজাকে বলল, 'দেখুন, তিনি যেরুসালেমেই থেকে গেলেন, কেননা তিনি
বললেন: ইস্রায়েলকুল আজ আমার পিতার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দেবে।' [৪] রাজা জিবাকে
বললেন, 'দেখ, মেরিব-বায়ালের যা কিছু সম্পত্তি, তা তোমার।' জিবা বলল, 'হে আমার প্রভু
মহারাজ! প্রণাম করি। আপনার দোহাই, যেন আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হই!'

দাউদ ও শিমেই

[৫] দাউদ রাজা বাহুরিমের কাছে এসে পৌঁছবেন এমন সময় সৌলকুলের একই গোত্রের একজন
লোক সেখান থেকে বাইরে আসছে; তার নাম শিমেই, সে গেরার সন্তান। অভিশাপ দিতে দিতেই
সে বাইরে আসছিল, [৬] এবং দাউদকে ও দাউদ রাজার সমস্ত অনুচারীকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে
মারছিল, যদিও সমস্ত লোক ও তাঁর সমস্ত বীরযোদ্ধা তাঁর দুই পাশে ঘিরে ছিল। [৭] অভিশাপ দিতে
দিতে এই শিমেই বলছিল: 'দূর হও, দূর হও, রক্তলোভী, পাষণ্ড! [৮] যাঁর পদে তুমি রাজত্ব করছ,
সেই সৌলের কুলের সমস্ত রক্তপাতের প্রতিফল প্রভু তোমার মাথায় নামিয়ে দিয়েছেন, প্রভু তোমার
ছেলে আব্শালোমের হাতেই রাজ্য হস্তান্তর করেছেন। এই যে, তোমার পাওনা অমঙ্গলেই পড়ে
রয়েছ, কারণ তুমি রক্তলোভী মানুষ!' [৯] সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই রাজাকে বললেন, 'এই মরা
কুকুর কেন আমার প্রভু মহারাজকে অভিশাপ দেবে? অনুমতি দিন, আমি গিয়ে তার মাথা কেটে
ফেলব!' [১০] কিন্তু রাজা বললেন, 'হে সেরুইয়ার ছেলেরা, আমার ব্যাপারে তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ
কেন? ও যখন অভিশাপ দিচ্ছে, যখন প্রভুই ওকে বলেছেন: দাউদকে অভিশাপ দাও! তখন আর
কেইবা বলতে পারে, এমন কাজ করছ কেন?' [১১] দাউদ আবিশাইকে ও তাঁর সমস্ত অনুচারীকে
বললেন, 'দেখ, আমার নিজের ঔরসজাত পুত্রই যখন আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, তখন ওই
বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোককে আর কীই না করতে হবে! ও অভিশাপ দিক, কেননা প্রভুই ওকে
অনুমতি দিয়েছেন। [১২] হয় তো প্রভু আমার দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখবেন, এবং আজকের
অভিশাপের বিনিময়ে প্রভু আমার মঙ্গল করবেন।' [১৩] তাই দাউদ ও তাঁর লোকেরা তাঁদের পথে

এগিয়ে চললেন, আর শিমেইও তাঁর আড়পারে পর্বতের পাশ দিয়ে চলতে থাকল, আর চলতে
চলতে অভিশাপ দিচ্ছিল, তাঁকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারছিল, তাঁর দিকে ধুলা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।
১৪ রাজা ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে শ্রান্ত অবস্থায় বাহুরিমে এসে পৌঁছলেন আর সেখানে একটু বিশ্রাম
নিলেন।

আবশালোমের প্রাসাদে উপস্থাপিত নানা মন্ত্রণা

১৫ এদিকে আবশালোম ও সকল ইস্রায়েলীয়েরা যেরুসালেমে প্রবেশ করেছিল; আহিথোফেলও
তাঁর সঙ্গে ছিল। ১৬ দাউদের বন্ধু সেই আর্কীয় হুশাই আবশালোমের কাছে এগিয়ে এসে
আবশালোমকে বললেন, 'মহারাজ চিরজীবী হোন! মহারাজ চিরজীবী হোন!' ১৭ আবশালোম
হুশাইকে বলল, 'এ-ই কি বন্ধুর প্রতি তোমার সহৃদয়তা? তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে কেন গেলে না?'
১৮ হুশাই আবশালোমকে বললেন, 'তা নয়; বরং আমি তাঁরই হব, তাঁরই সঙ্গে থাকব, যাঁকে প্রভু,
এই জাতি ও সকল ইস্রায়েলীয়েরা বেছে নিয়েছেন। ১৯ তাছাড়া, আমি কার দাস হব? তাঁর পুত্রেরই
কি নয়? যেমন আপনার পিতার সেবা করেছি, তেমনি আপনার সেবা করব।'
২০ তখন আবশালোম আহিথোফেলকে বলল, 'এখন যে কি করা উচিত, এবিষয়ে তোমরা মন্ত্রণা
কর।' ২১ আহিথোফেল আবশালোমকে বলল, 'তোমার পিতা রাজপ্রাসাদের উপরে লক্ষ করার জন্য
যাদের রেখে গেছেন, তুমি তোমার পিতার সেই উপপত্নীদের কাছে যাও; তখন গোটা ইস্রায়েল
জানতে পারবে যে, তুমি পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছ এবং তোমার সঙ্গী এই সমস্ত লোকের সাহস
আরও দৃঢ় হবে।' ২২ তাই আবশালোমের জন্য প্রাসাদের ছাদে একটা তাঁবু খাটানো হল, ফলে
আবশালোম গোটা ইস্রায়েলের চোখের সামনে তাঁর পিতার উপপত্নীদের কাছে গেল। ২৩ সেসময়ে
আহিথোফেল যে যে বুদ্ধি দিত, তা দৈববাণীর মত বলেই গণ্য হত; দাউদ ও আবশালোম,
দু'জনেরই কাছে আহিথোফেলের যত বুদ্ধি ঠিক তাই বলে গণ্য হত।
১৭ আহিথোফেল আবশালোমকে বলল, 'আমি বারো হাজার লোক বেছে নিয়ে আজ রাতে উঠে
দাউদের পিছনে ধাওয়া করতে যাই; ২ তিনি এখন শ্রান্ত, ও তাঁর হাত শিথিল, তাই আমি হঠাৎ তাঁর
উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব; তাঁকে ভীষণ ভয়ে অভীভূত করব; তখন তাঁর সঙ্গী যত লোক পালিয়ে যাবে
আর আমি কেবল রাজাকেই আঘাত করব। ৩ তারপর গোটা জনগণকে তোমার কাছে ফিরিয়ে
আনব, ঠিক যেমন বধূ স্বামীর কাছে ফিরে আসে: হ্যাঁ, তুমি যাঁকে খোঁজ করছ, তাঁর প্রাণনাশ
ঘটানোর ফলে বাকি সকলে ফিরে আসবেই; আর সকল লোক শান্তি ভোগ করবে।' ৪ কথাটা
আবশালোমের ও ইস্রায়েলের গোটা প্রবীণবর্গের কাছে সন্তোষজনক হল। ৫ কিন্তু আবশালোম বলল,
'এখন আর্কীয় হুশাইকেও ডাক; তিনি কি বলেন, আমরা তাও শুনি।' ৬ হুশাই আবশালোমের কাছে
এলে আবশালোম তাঁকে বলল, 'আহিথোফেল এই ধরনের কথা বলেছে; এখন আমরা কি তার
কথামত কাজ করব? যদি না করি, তবে তুমিই বুদ্ধি দাও।' ৭ হুশাই আবশালোমকে বললেন, 'এবার
আহিথোফেল ভাল বুদ্ধি দেননি।' ৮ হুশাই বলে চললেন, 'আপনি আপনার পিতাকে ও তাঁর
লোকদের জানেন, তাঁরা বীর, তাঁদের প্রাণ এখন তিক্ত ঠিক যেন একটা বন্য ভালুকীর মত যার
বাচ্চাদের কেড়ে নেওয়া হয়েছে; তাছাড়া আপনার পিতা যোদ্ধা, তিনি জনগণের মধ্যে রাত
কাটাবেন না। ৯ দেখুন, এই মুহূর্তে তিনি কোন গর্তে বা কোন জায়গায় লুকিয়ে আছেন; আর প্রথম
থেকে যদি আপনারই কোন লোক মারা পড়ে, তবে কেউ না কেউ অবশ্য কথাটা জানতে পারবে,
আর লোকে বলবে: আবশালোম-পক্ষের লোকদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ১০ তাহলে সবচেয়ে
বীর্যবান যে লোক, তার হৃদয় সিংহের মতই হলেও সেও হতাশ হয়ে পড়বে, কারণ গোটা ইস্রায়েল
জানে যে, আপনার পিতা বীরপুরুষ, ও তাঁর সঙ্গীরা সকলেই বীরযোদ্ধা। ১১ তাই আমার পরামর্শ
এই: দান থেকে বের্‌শেবা পর্যন্ত সমুদ্রতীরের বালুকণার মত অসংখ্য গোটা ইস্রায়েলকে আপনার

কাছে জড় করা হোক, পরে আপনি নিজে যুদ্ধে যান। ১২ এইভাবে যে কোন জায়গায় তাঁকে পাওয়া
যাবে, সেইখানে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছে মাটিতে শিশিরপতনের মত তাঁর উপরে চেপে
পড়ব: তাঁকে বা তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও রেহাই দেব না। ১৩ আর যদি তিনি
কোন শহরে গিয়ে আশ্রয় নেন, তবে গোটা ইস্রায়েল সেই শহরে দড়ি বাঁধবে আর আমরা খরস্রোত
পর্যন্তই সেই শহর টেনে নিয়ে যাব, শেষে তার একটা পাথরকুচিও আর পাওয়া যাবে না।' ১৪
আব্শালোম ও সকল ইস্রায়েলীয়েরা বলল, 'আহিথোফেলের বুদ্ধির চেয়ে আর্কীয় হুশাইয়ের বুদ্ধি
ভাল!' আসলে প্রভুই আহিথোফেলের ভাল বুদ্ধি ব্যর্থ করতে স্থির করেছিলেন, যাতে তিনি
আব্শালোমের উপর অমঙ্গল বর্ষণ করতে পারেন।

১৫ হুশাই তখন সাদোক ও আবিয়াথার এই দুই যাজককে বললেন, 'আহিথোফেল আব্শালোমকে
ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গকে অমুক অমুক বুদ্ধি দিয়েছিল, কিন্তু আমি অমুক অমুক বুদ্ধি দিয়েছি। ১৬
সুতরাং তোমরা শীঘ্র দাউদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে বল, আপনি মরুপ্রান্তরের পারঘাটায়
আজকের রাত কাটাবেন না, বরং পার হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন, পাছে মহারাজের ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত
লোকদের সংহার হয়।' ১৭ যোনাথান ও আহিমায়াজ সেসময়ে এন্-রোগেলে ছিল, অপেক্ষা করছিল,
এক দাসী গিয়ে তাদের খবর দেবে যাতে তারা দাউদ রাজার কাছে সেই খবর নিয়ে যায়, যেহেতু
তারা শহরে নিজেরাই এসে নিজেদের দেখাতে পারত না। ১৮ কিন্তু তবুও একটি যুবক তাদের
দেখল, ও আব্শালোমকে কথাটা জানিয়ে দিল। সেই দু'জন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে বাহুরিমে
একজন লোকের বাড়িতে পৌঁছল যার উঠানে এক কুয়ো ছিল; তারা তারই মধ্যে নামল। ১৯ পরে
গৃহিণী কুয়োটির মুখে একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে মাড়ানো গম ছড়িয়ে দিল, ফলে কেউই
কিছু বুঝতে পারল না। ২০ আব্শালোমের দাসেরা সেই স্ত্রীলোকের বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করল,
'আহিমায়াজ ও যোনাথান কোথায়?' স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাদের বলল, 'তারা ওই জলস্রোত পার
হয়ে গেল।' তারা খোঁজাখুঁজি করে কোন কিছুর উদ্দেশ না পাওয়ায় যেরুসালেমে ফিরে গেল।

২১ তারা চলে যাওয়ার পর ওই দু'জন কুয়ো থেকে উঠে গিয়ে দাউদ রাজাকে খবর দিতে গেল;
তারা দাউদকে বলল, 'আপনারা উঠুন, শীঘ্র জলস্রোত পার হয়ে যান, কেননা আহিথোফেল
আপনাদের বিরুদ্ধে অমুক বুদ্ধি দিয়েছে।' ২২ দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক উঠে যর্দন পার হলেন।
ভোরের আবির্ভাবে একজনও বাকি রইল না; সকলেই যর্দন পার হয়েছিল।

২৩ আহিথোফেল যখন দেখল যে, তার বুদ্ধিমত কাজ করা হল না, তখন সে গাধা সাজাল এবং
রওনা দিয়ে নিজ বাড়িতে, তার নিজের শহরেই গেল; বাড়ির ব্যাপারে সবকিছু ঠিক ঠাক করে
নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরল। তাকে তার পিতার সমাধিতে সমাধি দেওয়া হল।

মাহানাইমে দাউদ

২৪ আব্শালোম সকল ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে যর্দন পার হল, কিন্তু ইতিমধ্যে দাউদ মাহানাইমে এসে
পৌঁছেছিলেন। ২৫ আব্শালোম যোয়াবের স্থানে আমাসাকে সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত করেছিল; ওই
আমাসা একজন লোকের ছেলে যে ইসমায়েলীয় যেথের বলে পরিচিত; লোকটি যেসের মেয়ে
আবিগাইলকে বিবাহ করেছিল; সেই স্ত্রীলোক ছিল যোয়াবের মা ও সেরুইয়ার বোন। ২৬ পরে
ইস্রায়েল ও আব্শালোম গিলেয়াদ এলাকায় শিবির বসাল।

২৭ দাউদ মাহানাইমে এসে পৌঁছবার পর আম্মোনীয়দের রাব্বা-নিবাসী নাহাশের সন্তান শোবি,
লো-দেবার-নিবাসী আম্মিয়েলের সন্তান মাখির ও রোগেলিম-নিবাসী গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাই ২৮
দাউদের ও তাঁর সঙ্গী লোকদের জন্য খাট, মাদুর, বাটি ও মাটির পাত্র, গম, যব, ময়দা, ভাজা গম,
শিম, মসুর, ভাজা কলাই, ২৯ মধু, দই, ও মেষের ও গরুর দুধের পনির আনলেন, তারা যেন কিছু
খেতে পারে; কেননা তাঁরা বলছিলেন, 'মরুপ্রান্তরে এই লোকেরা নিশ্চয় ক্ষুধা, ক্লান্তি ও পিপাসায়

ভুগেছে।'

আবশালোমের পরাজয় ও তাঁর মৃত্যু

১৮ দাউদ তাঁর সঙ্গী লোকদের পরিদর্শন করে তাদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতিকে নিযুক্ত
করলেন। ২ দাউদ তাঁর লোকদের তিন ভাগে বিভক্ত করলেন: যোয়াবের হাতে লোকদের তিন
ভাগের এক ভাগ, যোয়াবের সহোদর সেরুইয়ার সন্তান আবিশাইয়ের হাতে তিন ভাগের এক ভাগ
ও গাতীয় ইত্তাইয়ের হাতে তিন ভাগের এক ভাগ। রাজা লোকদের বললেন, 'আমি নিজেও
তোমাদের সঙ্গে বের হব!' ৩ কিন্তু লোকেরা বলল, 'না, আপনি বের হবেন না, কেননা যদি
আমাদের পালাতে হয়, তবে আমাদের জন্য কেউই চিন্তা-ভাবনা করবে না; আমাদের অর্ধেক লোক
মারা পড়লেও আমাদের জন্য কেউই চিন্তা-ভাবনা করবে না; কিন্তু আপনি আমাদের দশ
হাজারেরই সমান; বরং শহর থেকে আমাদের সাহায্যে আসবার জন্য আপনি প্রস্তুত থাকলেই ভাল
হবে।' ৪ রাজা তাদের বললেন, 'তোমরা যা ভাল বোঝ, আমি তাই করব।' তাই রাজা নগরদ্বারের
পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং সমস্ত লোক শত শত ও হাজার হাজার দলের শ্রেণী হয়ে বের হল। ৫
রাজা তখন যোয়াব, আবিশাই ও ইত্তাইকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'আমার একটা অনুরোধ: তোমরা
সেই যুবকের প্রতি, সেই আবশালোমের প্রতি, কোমলভাবে ব্যবহার কর।' আবশালোমের বিষয়ে
সমস্ত সেনাপতিকে রাজা এই আজ্ঞা দেওয়ার সময়ে গোটা জনগণ তা শুনল।

৬ সৈন্যেরা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ল; যুদ্ধ এফ্রাইম বনে ঘটল। ৭ সেখানে
ইস্রায়েলের লোকেরা দাউদ-পক্ষের লোকদের দ্বারা পরাজিত হল: সেদিন সেখানে বিরাট হত্যাকাণ্ড
হল: কুড়ি হাজার লোক মারা পড়ল। ৮ যুদ্ধ সেখানকার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেদিন
খড়্গ যত লোককে গ্রাস করল, বন তার চেয়ে বেশি লোককে গ্রাস করল!

৯ আবশালোম হঠাৎ দাউদ-পক্ষের লোকদের মুখে পড়ল; আবশালোম তার খচ্চরে চড়ে চলছিল;
খচ্চরটা সেখানকার বড় একটা তার্পিনগাছের ডালপালার নিচ দিয়ে গেল, আর আবশালোমের মাথা
সেই তার্পিনগাছে জড়িয়ে পড়ল, আর এইভাবে সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল, এবং তার
নিচে যে খচ্চর, সেটা তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। ১০ একজন লোক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে যোয়াবকে
বলল, 'দেখুন, আমি দেখতে পেয়েছি, আবশালোম একটা তার্পিনগাছে ঝুলে রয়েছে।' ১১ যে লোকটি
খবর এনেছিল, তাকে যোয়াব উত্তরে বললেন, 'তাই তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছ? তবে কেন
সেইখানে তাকে মাটিতে ফেলে প্রাণে মারলে না? তা করলে আমি তোমাকে দশটা রুপোর টাকা ও
একটা কটিবন্ধনী দিতাম।' ১২ লোকটি যোয়াবকে বলল, 'যদিও এক হাজার রুপোর টাকা এই হাতে
পেতাম, আমি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতাম না, কারণ রাজা আপনাকে, আবিশাইকে ও
ইত্তাইকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আমরা নিজেদের কানেই শুনেছি, অর্থাৎ: সাবধান, কেউই যেন
যুবা আবশালোমকে স্পর্শও না করে! ১৩ আর যদি আমি তাঁর প্রাণের বিরুদ্ধে তেমন অপকর্ম
করতাম, তবে, যেহেতু রাজার কাছে কোন ব্যাপার অজানা থাকে না, আপনি নিজেই আমার
বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতেন!' ১৪ তখন যোয়াব বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি এইভাবে সময় নষ্ট করতে
পারি না।' তিনি হাতে তিনটে ফলা নিয়ে আবশালোমের বুকে বিঁধিয়ে দিলেন, সে সেই
তার্পিনগাছের ঘন ডালপালার মধ্যে তখনও জীবিত ছিল। ১৫ তারপর যোয়াবের দশজন যুবা
অস্ত্রবাহক আবশালোমকে ঘিরে আঘাত করে মেরে ফেলল।

১৬ তখন যোয়াব তুরি বাজালেন, আর লোকেরা ইস্রায়েলের পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল, কেননা
যোয়াব লোকদের এগিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করেছিলেন। ১৭ তারা আবশালোমকে নিয়ে বনের এক বড়
গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপরে বড় একটা পাথুরে স্তূপ গড়ে তুলল। ইতিমধ্যে গোটা ইস্রায়েল যে যার
তাঁবুতে পালিয়ে গেছিল।

১৮ রাজা-উপত্যকায় যে স্মৃতিস্তম্ভ আছে, আব্শালোম জীবনকালে তা নিজের জন্য দাঁড়
করিয়েছিল, কেননা সে ভেবেছিল, 'আমার নাম রক্ষা করতে আমার কোন পুত্রসন্তান নেই।' তাই সে
নিজের নাম অনুসারে ওই স্মৃতিস্তম্ভের নাম রেখেছিল; আজ পর্যন্ত তা আব্শালোমের স্মৃতিস্তম্ভ বলে
পরিচিত।

দাউদের কাছে আব্শালোমের মৃত্যু-সংবাদ

১৯ সাদোকের সন্তান আহিমায়াজ বলল, 'আমি নিজে দৌড়ে গিয়ে, প্রভু কেমন করে রাজার
শত্রুদের হাত থেকে রাজাকে উদ্ধার করে তাঁর সুবিচার করেছেন, এই খবর রাজাকে দিই।' ২০ কিন্তু
যোয়াব তাকে বললেন, 'আজ তুমি শুভসংবাদের মানুষ হবে না, অন্য দিন তুমি শুভসংবাদ দেবে;
আজ তুমি শুভসংবাদ দেবে না, কেননা রাজপুত্র মরেছে।' ২১ পরে যোয়াব ইথিওপীয় লোককে
বললেন, 'যাও, যা দেখলে, রাজাকে গিয়ে বল।' সেই ইথিওপীয় যোয়াবের সামনে প্রণিপাত করার
পর দৌড়ে গেল। ২২ কিন্তু সাদোকের সন্তান আহিমায়াজ যোয়াবকে আবার বলল, 'যা হয় হোক,
সেই ইথিওপীয়ের পিছনে আমাকেও দৌড়তে দিন।' যোয়াব বললেন, 'সন্তান, তুমি দৌড়বে কেন?
তেমন শুভসংবাদে তোমার পুরস্কার হবেই না!' ২৩ কিন্তু সে বলল, 'যা হয় হোক, আমি দৌড়ব।'
তাই তিনি বললেন, 'আচ্ছা, দৌড় দাও।' তাই আহিমায়াজ উপত্যকার পথ দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে সেই
ইথিওপীয়কে পিছনে ফেলল।
২৪ সেসময়ে দাউদ দুই নগরদ্বারের মাঝখান জায়গায় বসে ছিলেন। প্রহরী নগরপ্রাচীরের পাশের
নগরদ্বারের ছাদে উঠে চোখ তুলে দেখতে পেল, একজন লোক একা দৌড়ে আসছে। ২৫ প্রহরী জোর
গলায় রাজাকে কথাটা জানাল; রাজা বললেন, 'সে যদি একা হয়, তবে শুভসংবাদ আনছে।'
লোকটি এগিয়ে আসতে আসতে ২৬ প্রহরী আর একজনকে দৌড়ে আসতে দেখে জোর গলায়
দ্বাররক্ষককে বলল, 'দেখ, আর একজন একা দৌড়ে আসছে।' তখন রাজা বললেন, 'এও
শুভসংবাদ আনছে।' ২৭ প্রহরী বলল, 'প্রথমজন যেভাবে দৌড়োচ্ছে, তাতে সাদোকের সন্তান
আহিমায়াজের দৌড় মনে হচ্ছে।' রাজা বললেন, 'সে ভাল লোক, শুভসংবাদই নিয়ে আসছে।' ২৮
তখন আহিমায়াজ জোর গলায় রাজাকে বলল, 'শান্তি!' এবং রাজার সামনে উপুড় হয়ে মাটিতে
প্রণিপাত করে বলল, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু ধন্য! আমার প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যে লোকেরা
হাত তুলেছিল, তাদের তিনি আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন।' ২৯ রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুবা
আব্শালোম কি ভাল আছে?' আহিমায়াজ উত্তর দিল, 'যখন যোয়াব মহারাজের দাসকে, আপনার
দাস এই আমাকে পাঠান, তখন লোকদের মধ্যে বড় কোলাহল লক্ষ করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি,
তা আমি জানি না।' ৩০ রাজা বললেন, 'এক পাশে সর, ওইখানে দাঁড়াও।' সে এক পাশে সরে গিয়ে
অপেক্ষায় থাকল। ৩১ আর দেখ, সেই ইথিওপীয় আসল, সে বলল, 'আমার প্রভু মহারাজের জন্য
শুভসংবাদ নিয়ে আসছি; আপনার বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই সকলের হাত থেকে
আপনাকে উদ্ধার করে প্রভু আজ আপনার সুবিচার করেছেন।' ৩২ রাজা সেই ইথিওপীয়কে জিজ্ঞাসা
করলেন, 'যুবা আব্শালোম কি ভাল আছে?' সেই ইথিওপীয় উত্তর দিল, 'আমার প্রভু মহারাজের
শত্রুরা ও যারা আপনার অনিষ্ট করতে আপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের সকলের দশা সেই
যুবকের দশার মত হোক!'
১৯ তখন রাজা শিহরে উঠলেন; নগরদ্বারের ছাদের ঘরটিতে উঠে গিয়ে কেঁদে ফেললেন; চোখের
জল ফেলতে ফেলতে তিনি শুধু বলতে থাকলেন, 'হায়! সন্তান আমার আব্শালোম! সন্তান আমার,
সন্তান আমার আব্শালোম! তোমার বদলে কেন আমারই মৃত্যু হয়নি? হায় আব্শালোম! সন্তান
আমার! সন্তান আমার!' ২ তখন যোয়াবকে জানানো হল, 'দেখ, রাজা কাঁদছেন, আব্শালোমের
জন্য শোক করছেন!' ৩ সমস্ত লোকের কাছে সেদিনের বিজয় শোকেই পরিণত হল, কারণ সেদিন

লোকেরা একথা শুনতে পেল, ‘রাজা নিজের ছেলের শোকে দুঃখ করছেন।’ ৪ সেদিন লোকেরা
লুকিয়ে লুকিয়ে নগরীতে ফিরে এল, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবার পর সৈন্যেরা যেমন লজ্জা-ভরে
ফিরে আসে, ঠিক তেমনি। ৫ রাজা নিজের মুখ ঢেকে জোর গলায় হাহাকার করে বলছিলেন, ‘হায়!
সন্তান আমার আব্শালোম! হায় আব্শালোম, সন্তান আমার! সন্তান আমার!’

৬ তখন যোয়াব বাড়ির মধ্যে রাজার কাছে এসে বললেন, ‘যারা আজ আপনার প্রাণ, আপনার
ছেলেমেয়েদের প্রাণ, আপনার বধূদের প্রাণ ও আপনার উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষা করেছে, আপনার
সেই দাসদের মুখ আপনি আজ লজ্জায় ঢেকে দিচ্ছেন, ৭ কেননা যারা আপনাকে ঘৃণা করে তাদেরই
আপনি ভালবাসেন, আর যারা আপনাকে ভালবাসে তাদের আপনি ঘৃণাই করেন; হ্যাঁ, আপনি আজ
দেখাচ্ছেন যে, নেতারা ও সৈন্যেরা আপনার কাছে কিছুই নয়; এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, যদি
আব্শালোম বেঁচে থাকত আর আমরা সকলে আজ মারা যেতাম, তাহলে আপনি খুশি হতেন। ৮
সুতরাং আপনি এখন উঠে বাইরে গিয়ে আপনার যোদ্ধাদের হৃদয়ের কাছে কথা বলুন। আমি প্রভুর
দিব্যি দিয়ে শপথ করছি: যদি আপনি বাইরে না আসেন, তবে এরাতে আপনার সঙ্গে একজনও
থাকবে না; এবং আপনার যৌবনকাল থেকে এখন পর্যন্ত আপনার যত অমঙ্গল ঘটেছে, সেই
সবকিছুর চেয়েও আপনার এই অমঙ্গল বড় হবে।’ ৯ রাজা উঠে নগরদ্বারে আসন নিলেন; গোটা
জনগণকে একথা জানানো হল, ‘দেখ, রাজা নগরদ্বারে আসন নিয়েছেন।’ আর গোটা জনগণ
রাজার সাক্ষাতে এল।

দাউদের প্রত্যাগমন

ইস্রায়েলীয়েরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে পালিয়ে গেছিল। ১০ ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে
অমিল দেখা দিচ্ছিল; গোটা জনগণ বলতে লাগল: ‘রাজা শত্রুদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করে
ও ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করে এখন আব্শালোমের কারণে দেশ ছাড়তে বাধ্য
হয়েছেন! ১১ আর সেই যে আব্শালোমকে আমাদের উপরে রাজত্ব করার জন্য আমরা অভিষিক্ত
করেছিলাম, তিনি তো যুদ্ধে মরেছেন। তাহলে রাজাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে তোমরা একটা
কথাও উত্থাপন কর না কেন?’

১২ গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে যা কিছু বলা হচ্ছিল, তা রাজার জানা হল। তখন দাউদ রাজা দূত
পাঠিয়ে সাদোক ও আবিয়াথার এই দুই যাজককে বললেন, ‘তোমরা যুদার প্রবীণবর্গকে বল:
রাজাকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে তোমরা কেন সকলের শেষে পড়বে? রাজাকে তাঁর বাড়িতে
ফিরিয়ে আনবার জন্য গোটা ইস্রায়েলের নিবেদন তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। ১৩ তোমরাই আমার
ভাই, তোমরাই আমার নিজের হাড় ও আমার নিজের মাংস! তবে রাজাকে ফিরিয়ে আনতে কেন
সকলের শেষে পড়বে? ১৪ তোমরা আমাসাকেও বল: তুমি কি আমার নিজের হাড় ও আমার নিজের
মাংস নও? পরমেশ্বর আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন, যদি তুমি সবসময়ের
মত আমার সামনে যোয়াবের পদে সৈন্যদলের সেনাপতি না হও।’ ১৫ এইভাবে তিনি যুদার গোটা
জনগণের মন একজনের মনের মতই জয় করলেন, আর তারা লোক পাঠিয়ে রাজাকে বলল,
‘আপনি ও আপনার সকল পরিষদ ফিরে আসুন!’

শিমেই

১৬ তাই রাজা বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যর্দন পর্যন্ত গেলেন; যুদার লোকেরা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে ও তাঁকে যর্দন পার করে আনতে গিল্গালে গেল। ১৭ দাউদ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
বাহুরিম-নিবাসী গেরার সন্তান বেঞ্জামিনীয় শিমেই দেরি না করেই যুদার লোকদের সঙ্গে এল। ১৮
তার সঙ্গে বেঞ্জামিনীয় এক হাজার লোক ছিল, এবং সৌলের কুলের অনুচারী জিবা ও তার পনেরো

ছেলে ও কুড়িটি দাস তার সঙ্গে ছিল: তারা রাজার আগেই যর্দনের ধারে এসে পৌঁছেছিল, [১৯] এবং
রাজার পরিজনদের পার করার জন্য খেয়ার নৌকা প্রস্তুত করতে ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে
ওপারে গিয়েছিল। রাজা যর্দন পার হওয়ার সময়ে গেরার সন্তান শিমেই রাজার সামনে উপুড় হয়ে
লুটিয়ে পড়ল। [২০] সে রাজাকে বলল, 'আমার প্রভু আমার অপরাধ নেবেন না! যেদিন আমার প্রভু
মহারাজ যেরুসালেম থেকে বের হন, সেদিন আপনার দাস আমি যে অপকর্ম করেছিলাম, মহারাজ
তার কিছুই মনে না রাখুন; [২১] কেননা আপনার দাস আমি জানি, আমি পাপ করেছি; এজন্য দেখুন,
গোটা যোসেফ-কুলের মধ্যে প্রথমে আমিই আজ আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নেমে
এসেছি।' [২২] কিন্তু সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই উত্তরে বললেন, 'প্রভুর অভিষিক্তজনকে অভিশাপ
দিয়েছিল বিধায় শিমেই কি প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়?' [২৩] দাউদ বললেন, 'হে সেরুইয়ার ছেলেরা!
তোমাদের ও আমার মধ্যে ব্যাপারটা কি যে, তোমরা আজ আমার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছ? আজ কি
ইস্রায়েলের মধ্যে কারও প্রাণদণ্ড হতে পারে? আমি কি জানি না যে, আজ আমি ইস্রায়েলের উপরে
রাজা?' [২৪] রাজা শিমেইকে বললেন, 'তোমার প্রাণদণ্ড হবে না!' রাজা এবিষয়ে তার কাছে দিব্যি
দিয়ে শপথ করলেন।

মেরিব-বায়াল

[২৫] সৌলের পৌত্র মেরিব-বায়ালও রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নেমে এলেন; যেদিন রাজা চলে
গেছিলেন, সেদিন থেকে শান্তিতে তাঁর ফিরে আসার দিন পর্যন্ত তাঁর নিজের হাত-পায়ের জন্য তাঁর
কোন চিন্তা হয়নি, দাড়ি ঠিক করেননি, পোশাকও ধুয়ে নেননি। [২৬] যখন তিনি যেরুসালেম থেকে
রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন রাজা তাঁকে বললেন, 'মেরিব-বায়াল, তুমি কেন আমার
সঙ্গে যাওনি?' [২৭] তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, মহারাজ, আমার দাস আমাকে প্রবঞ্চনা
করেছিল! আপনার দাস আমি বলেছিলাম, আমি গাধা সাজিয়ে তার পিঠে চড়ে মহারাজের সঙ্গে
যাব, কেননা আপনার দাস আমি খোঁড়া। [২৮] কিন্তু সে আমার প্রভু মহারাজের কাছে আপনার এই
দাসের নিন্দা করেছে। তথাপি আমার প্রভু মহারাজ পরমেশ্বরের দূতের মত; সুতরাং আপনি যা
ভাল মনে করেন, তাই করুন। [২৯] কেননা আমার প্রভু মহারাজের সামনে আমার গোটা পিতৃকুল
নিতান্ত মৃত্যুর পাত্র হলেও তবু যারা আপনার নিজের টেবিলে বসে খায়, আপনি তাদের সঙ্গে
বসতে আপনার এই দাসকে স্থান দিয়েছিলেন। তাই মহারাজের কাছে আমার আর কী যাচনা করার
অধিকার আছে?' [৩০] রাজা তাঁকে বললেন, 'আর বেশি কথা বলা দরকার নেই। আমি বলছি: তুমি
ও জিবা দু'জনে সেই ভূমি ভাগ ভাগ করে নেবে।' [৩১] তখন মেরিব-বায়াল রাজাকে বললেন, 'সে-ই
সবকিছু নিক, যেহেতু আমার প্রভু মহারাজ শান্তিতে বাড়ি ফিরে এসেছেন।'

বার্সিল্লাই

[৩২] গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাই রোগেলিম থেকে নেমে এসেছিলেন; তিনি যর্দনের পারে রাজার কাছে
বিদায় নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে যর্দন পার হয়েছিলেন। [৩৩] বার্সিল্লাই খুবই বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর বয়স
আশি বছর। রাজা মাহানাইমে থাকাকালে তিনি রাজার খাদ্য-সামগ্রী যুগিয়েছিলেন, কারণ তিনি
খুবই বড় লোক ছিলেন। [৩৪] রাজা বার্সিল্লাইকে বললেন, 'আমার সঙ্গে পার হয়ে এসো, আমি
যেরুসালেমে আমারই কাছে তোমার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু যুগিয়ে দেব।' [৩৫] কিন্তু বার্সিল্লাই
রাজাকে বললেন, 'আমার আয়ুর আর কত দিন আছে যে, আমি মহারাজের সঙ্গে যেরুসালেমে
যাব? আজ আমার বয়স আশি বছর; [৩৬] এখনও কি মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে পারি? যা খাই ও
যা পান করি, আপনার দাস আমি কি এখনও তার স্বাদ বুঝতে পারি? এখনও কি আর গায়ক ও
গায়িকাদের গানের সুর শুনতে পাই? তবে আপনার এই দাস কেন আমার প্রভুর পক্ষে ভার হয়ে

দাঁড়াবে? ৩৭ আপনার দাস মহারাজের সঙ্গে কেবল যর্দন পার হয়ে যাবে, এই মাত্র; কিন্তু মহারাজ
কেন আমাকে এত বড় পুরস্কার দেবেন? ৩৮ আপনার এই দাসকে ফিরে যেতে দিন, যেন আমি
আমার শহরে আমার পিতামাতার সমাধির কাছে মরতে পারি। কিন্তু দেখুন, এই আপনার দাস
কিম্হাম: আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে এ পার হয়ে যাক; আপনি যেমন ভাল মনে করেন, এর
প্রতি সেইমত ব্যবহার করবেন।' ৩৯ রাজা উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা, কিম্হাম আমার সঙ্গে পার হয়ে
আসুক। তুমি তার জন্য যা ইচ্ছা কর, আমি তার প্রতি তাই করব আর আমার কাছে তোমার যত
নিবেদন, আমি তোমার খাতিরে তা মঞ্জুর করব।' ৪০ পরে সমস্ত লোক যর্দন পার হল, রাজাও পার
হলেন। রাজা বার্সিল্লাইকে চুম্বন করলেন ও আশীর্বাদ করলেন, আর বার্সিল্লাই বাড়ি ফিরে গেলেন।

ইস্রায়েল ও যুদা

৪১ রাজা পার হয়ে গিল্লালের দিকে গেলেন আর তাঁর সঙ্গে কিম্হাম গেল। যুদার সমস্ত লোক ও
ইস্রায়েলের অর্ধেক লোক গিয়ে রাজাকে পার করে নিয়ে এসেছিল। ৪২ তখন সকল ইস্রায়েলীয়েরা
রাজাকে গিয়ে বলল, 'আমাদের ভাই এই যুদার লোকেরা কেন আপনাকে গোপনে কেড়ে নিয়ে গিয়ে
মহারাজকে, তাঁর পরিজনদের ও দাউদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত লোককে যর্দন পার করে আনল?' ৪৩
যুদার সমস্ত লোক প্রতিবাদ করে ইস্রায়েলীয়দের বলল, 'রাজা তো আমাদেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়: এর
জন্য তোমরা কেন রেগে উঠছ? আমরা কি রাজার কিছু খেয়েছি? কিংবা নিজেদের জন্য আমরা কি
কোন পদ দাবি করেছি?' ৪৪ ইস্রায়েলীয়েরা প্রত্যুত্তরে যুদার লোকদের বলল, 'রাজাতে আমাদের দশ
অংশ অধিকার আছে, তাছাড়া তোমরা নয়, আমরাই জ্যেষ্ঠ পুত্র: তবে কেন আমাদের অবজ্ঞা
করেছ? আর আমাদের রাজাকে ফিরিয়ে আনবার কথা কি প্রথমে আমরাই উত্থাপন করিনি?' কিন্তু
ইস্রায়েলের লোকদের কথার চেয়ে যুদার লোকদেরই কথা বেশি তীব্র হল।

শেবার বিপ্লব

২০ সেসময়ে এমনটি ঘটল যে, সেখানে শেবা নামে ধূর্ত একটা লোক ছিল; সে ছিল বিখ্রির সন্তান,
একজন বেঞ্জামিনীয়; তুরি বাজিয়ে সে বলল, 'দাউদের সঙ্গে আমাদের কোন অংশ নেই, যেসের
ছেলের সঙ্গে আমাদের কোন উত্তরাধিকার নেই। ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে
যাও!' ২ তখন ইস্রায়েলীয়েরা সকলে দাউদের সঙ্গ ত্যাগ করে বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে গেল;
কিন্তু যুদার লোকেরা যর্দন থেকে যেরুসালেম পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরেই তাদের রাজার সঙ্গে মিলিত
থাকল।

৩ দাউদ যেরুসালেমে তাঁর রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন। রাজবাড়ির উপরে লক্ষ রাখার জন্য রাজা
তাঁর যে দশজন উপপত্নীকে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের নিয়ে সংরক্ষিত জায়গায় আটকিয়ে
রাখলেন; তাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তাদের কাছে আর কখনও গেলেন না; তাদের
মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তারা চিরবৈধব্য-অবস্থার মতই সেই জায়গায় আটকানো থাকল।

৪ পরে রাজা আমাসাকে বললেন, 'তিন দিনের মধ্যে যুদার লোকদের আমার জন্য জড় কর,
তুমিও এখানে উপস্থিত হও।' ৫ আমাসা যুদার লোকদের জড় করতে গেলেন, কিন্তু রাজা যে সময়
স্থির করে দিয়েছিলেন, সেই নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে তিনি একটু বেশি দেরি করলেন। ৬ তখন দাউদ
আবিশাইকে বললেন, 'আবশালোমের চেয়ে বিখ্রির ছেলে শেবা-ই এখন আমাদের বেশি ক্ষতি
ঘটাতে পারে। তুমি তোমার প্রভুর অনুচারীদের নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করে যাও, পাছে সে
প্রাচীরে ঘেরা কোন না কোন শহর পেয়ে আমাদের নজর এড়ায়।' ৭ যোয়াবের লোকজন, ক্রেথীয় ও
পেলেথীয়েরা এবং সমস্ত বীরপুরুষ আবিশাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় বের হয়ে বিখ্রির সন্তান শেবার
পিছনে ধাওয়া করার জন্য যেরুসালেম ছেড়ে রওনা হল।

৮ গিবেয়োনে যে বড় পাথর আছে, তারা সেটার কাছে এসে উপস্থিত হলেই আমাসা তাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এলেন। যোয়াব সৈনিক বেশ পরছিলেন ও তার উপরে বাঁধা ছিল খড়্গের
কটিবন্ধনী, কোষে ঢোকানো খড়্গটা তাঁর কটিদেশে ঝুলছিল; তিনি খড়্গ খুলে তা পড়তে দিলেন।
৯ যোয়াব আমাসাকে বললেন, 'ভাই আমার, ভাল আছ?' আর যোয়াব আমাসাকে চুম্বন করার জন্য
ডান হাত দিয়ে তাঁর দাড়ি ধরলেন। ১০ কিন্তু যোয়াবের হাতে যে খড়্গ ছিল, তার দিকে আমাসার
নজর ছিল না, আর যোয়াব তা দিয়ে তাঁর পেটে আঘাত হানলেন, তাঁর অন্ত্ররাজি বের হয়ে মাটিতে
পড়ল; যোয়াব আর একবার তাঁকে আঘাত করলেন না, কেননা ইতিমধ্যে আমাসা মারা গেছিলেন।
পরে যোয়াব ও তাঁর ভাই আবিশাই বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে ধাওয়া করতে গেলেন। ১১
যোয়াবের একজন যুবক আমাসার কাছে থেকে গেছিল, সে বলে উঠল, 'যে যোয়াবকে ভালবাসে ও
দাউদের পক্ষে, সে যোয়াবের অনুসরণ করুক!' ১২ আমাসা রাস্তার মাঝখানে রক্তে গড়াগড়ি
দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে সেই লোক লক্ষ করল যে, সমস্ত লোক সেখানে দাঁড়াচ্ছে, তাই সে
আমাসাকে রাস্তা থেকে মাঠে সরিয়ে দিয়ে তাঁর উপরে একটা পোশাক ফেলে দিল, কেননা যত
লোক তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, সবাই সেখানে দাঁড়াচ্ছিল। ১৩ রাস্তা থেকে তাঁকে সরানোর পর সমস্ত
লোক বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে ধাওয়া করার জন্য যোয়াবের অনুসরণ করল।
১৪ শেবা ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর এলাকার মধ্য দিয়ে আবেল-বেথ্-মায়াখা পর্যন্ত গেল; আর
বেরীয়েরা সকলে …। তারা সেখানে জড় হল ও তার অনুসরণ করল। ১৫ শেবাকে
আবেল-বেথ্-মায়াখায় অবরোধ করে তারা নগরপ্রাচীরের গায়ে জাঙাল প্রস্তুত করল; আর
যোয়াবের লোকেরা নগরপ্রাচীর ভূমিসাৎ করার জন্য মাটি খুঁড়ছিল। ১৬ তখন বুদ্ধিমতী এক স্ত্রীলোক
শহর থেকে চিৎকার করে বলল, 'শোন, শোন! যোয়াবকে কাছে আসতে বল, আমি তাঁর সঙ্গে কথা
বলব।' ১৭ যোয়াব এগিয়ে গেলে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি যোয়াব?' তিনি উত্তর
দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি যোয়াব।' স্ত্রীলোকটি বলে চলল, 'আপনার দাসীর কথা শুনুন।' তিনি বললেন,
'শুনছি।' ১৮ স্ত্রীলোক তখন একথা বলল, 'সেকালে লোকে বলত: আবেল ও দান-ই সেই স্থান,
যেখানে অনুসন্ধান করতে হবে ১৯ ইস্রায়েলের ভক্তদের নিরূপিত প্রথা নিঃশেষ হয়েছে কিনা। আপনি
এমন একটা শহর বিনাশ করতে চেষ্টা করছেন, যা ইস্রায়েলের মাতৃস্থান স্বরূপ। আপনি কেন প্রভুর
উত্তরাধিকার গ্রাস করবেন?' ২০ যোয়াব উত্তরে বললেন, 'গ্রাস করা বা বিনাশ করা আমা থেকে দূরে
থাকুক, দূরেই থাকুক! ২১ ব্যাপারটা অন্য রকম: এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের একটা লোক, যার
নাম বিখ্রির ছেলে শেবা, রাজার বিরুদ্ধে, দাউদেরই বিরুদ্ধে হাত তুলেছে; তোমরা কেবল তাকেই
তুলে দাও আর আমি এই শহর থেকে চলে যাবই।' স্ত্রীলোকটি যোয়াবকে বলল, 'আচ্ছা,
নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে তার মাথা আপনার কাছে ছুড়ে দেওয়া হবে।' ২২ তখন স্ত্রীলোকটি আবার
শহরের মধ্যে গিয়ে এমন বুদ্ধির সঙ্গেই সকল লোকের কাছে কথা বলল যে, তারা বিখ্রির সন্তান
শেবার মাথা কেটে যোয়াবের কাছে বাইরে ফেলে দিল। আর তিনি তুরি বাজালে লোকেরা শহর
থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেল। পরে যোয়াব যেরুসালেমে রাজার কাছে ফিরে
গেলেন।

দাউদের পরিষদবর্গ

২৩ যোয়াব ইস্রায়েলের গোটা সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন, যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া ছিলেন
ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের প্রধান, ২৪ আদোরাম বাধ্যতামূলক কাজের সরদার, আহিলুদের সন্তান
যোসাফাৎ রাজ-ঘোষক, ২৫ শিয়া কর্মসচিব, এবং সাদোক ও আবিয়াথার যাজক; ২৬ যায়িরীয় ইরাও
দাউদের রাজমন্ত্রী ছিলেন।

দুর্ভিক্ষ ও সৌল-বংশধরদের হত্যা

২১ দাউদের সময়ে তিন বছর-দুর্ভিক্ষ হয়; দাউদ প্রভুর অভিমত যাচনা করলে প্রভু উত্তরে
বললেন, ‘সৌল ও তার কুল রক্তপাতের অপরাধে অপরাধী, কেননা সে গিবেয়োনীয়দের মৃত্যু
ঘটিয়েছিল।’ ২ তখন রাজা গিবেয়োনীয়দের ডাকিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।
গিবেয়োনীয়েরা ইস্রায়েল সন্তান নয়, এরা আমোরীয়দের অবশিষ্টাংশের লোক যাদের সঙ্গে ইস্রায়েল
সন্তানেরা শপথের বন্ধনে আবদ্ধ; কিন্তু সৌল ইস্রায়েল ও যুদা-সন্তানদের পক্ষে বেশি আগ্রহ দেখিয়ে
তাদের নিঃশেষে বিনাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ৩ দাউদ গিবেয়োনীয়দের বললেন, ‘আমি
তোমাদের জন্য কী করতে পারি? তোমরা যেন প্রভুর উত্তরাধিকার আশীর্বাদ কর, এজন্য আমি কি
দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব?’ ৪ গিবেয়োনীয়েরা তাঁকে বলল, ‘সৌলের সঙ্গে বা তার কুলের সঙ্গে আমাদের
বিবাদ রুপো বা সোনার ব্যাপার নয়, আবার ইস্রায়েলের মধ্যে কোন কাউকে বধ করাও আমাদের
ব্যাপার নয়।’ তিনি বললেন, ‘তবে তোমরা যা চাও তা আমাকে বল, আমি তোমাদের জন্য তা
করব।’ ৫ তারা রাজাকে বলল, ‘যে লোক আমাদের সংহার করেছিল ও আমাদের বিনাশের উদ্দেশ্যে
এমন মতলব খাটিয়েছিল আমরা যেন ইস্রায়েলের এলাকার মধ্যে কোথাও বেঁচে থাকতে না পারি, ৬
তার ছেলেদের মধ্যে সাতজন পুরুষকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক; আমরা প্রভুর বেছে
নেওয়া সৌল-গিবেয়োনে প্রভুর উদ্দেশে তাদের টুকরো টুকরো করব।’ রাজা বললেন, ‘তুলে দেব।’
৭ তথাপি দাউদের ও সৌলের সন্তান যোনাথানের মধ্যে প্রভুর সাক্ষাতে যে শপথ হয়েছিল, তার
কারণে রাজা সৌলের পৌত্র, যোনাথানের সন্তান সেই মেরিব-বায়ালকে রেহাই দিলেন; ৮ কিন্তু
আয়ার মেয়ে রিস্পা সৌলের ঘরে যে দু’টো ছেলে প্রসব করেছিল, সেই আর্মোনি ও
মেরিব-বায়ালকে, এবং মেহোলাতীয় বার্সিল্লাইয়ের সন্তান আদ্রিয়েলের ঘরে সৌলের কন্যা মিখাল
যে পাঁচটি ছেলে প্রসব করেছিল, তাদেরই নিয়ে ৯ রাজা গিবেয়োনীয়দের হাতে তুলে দিলেন আর
তারা সেই পর্বতে প্রভুর সামনে তাদের টুকরো টুকরো করল। সেই সাতজন সকলে মিলে মারা
গেল; প্রথমফসল কাটার সময়ে, অর্থাৎ যব কাটার আরম্ভকালে তাদের হত্যা করা হল।
১০ তখন আয়ার মেয়ে রিস্পা চটের চাদর নিয়ে ফসল কাটার আরম্ভ থেকে যে পর্যন্ত আকাশ থেকে
তাদের উপরে জল না পড়ল, সেপর্যন্ত সেই চটের আবরণ শৈলের গায়ে বেঁধে পেতে রাখল, এবং
দিনমানে আকাশের পাখিদের ও রাত্রিবেলায় বন্যজন্তুদের তাদের উপরে বসতে দিল না। ১১ আয়ার
মেয়ে, সৌলের উপপত্নী যে রিস্পা, সে যে কাজ করল, তা দাউদ রাজাকে জানানো হল। ১২ দাউদ
গিয়ে যাবেশ-গিলেয়াদের সমাজনেতাদের কাছ থেকে সৌলের হাড় ও তাঁর সন্তান যোনাথানের হাড়
তুলে নিলেন, কেননা গিল্‌বোয়াতে ফিলিস্তিনিদের হাতে সৌল পরাজিত হওয়ার সময়ে ফিলিস্তিনিরা
তাঁদের দু’জনের মৃতদেহ বেথ্‌-সেয়ানের চত্বরে টাঙিয়ে দেওয়ার পর ওরা সেখান থেকে তা কেড়ে
নিয়ে এসেছিল। ১৩ তিনি সেখান থেকে সৌলের হাড় ও তাঁর সন্তান যোনাথানের হাড় আনলেন;
যাদের দেহ টুকরো টুকরো করা হয়েছিল, তাদেরও হাড় সংগ্রহ করা হল, ১৪ এবং এগুলো ও
সৌলের ও তাঁর সন্তান যোনাথানের হাড় বেঞ্জামিন-এলাকায়, সেলাতে, তাঁর পিতা কীশের সমাধির
মধ্যে রাখা হল; রাজার আজ্ঞামতই সবকিছু করা হল। এরপর পরমেশ্বর দেশের প্রতি প্রশমিত
হলেন।

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধ

১৫ ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইস্রায়েলের আবার যুদ্ধ বাধল; দাউদ নিজ প্রজাদের সঙ্গে গিয়ে
ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। দাউদ ক্লান্ত হতে লাগলেন; ১৬ তখন রাফার ইশ্‌বি-বেনোব
নামে এক সন্তান,—যার বর্শার ওজন ছিল ব্রঞ্জের তিনশ’ শেকেল, ও যার কোমরে নতুন একটা
খড়্গ বাঁধা ছিল—সে তো দাউদকে মেরে ফেলার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল। ১৭ কিন্তু সেরুইয়ার সন্তান

আবিশাই রাজার সাহায্যে এসে সেই ফিলিস্তিনিকে আঘাত করে মেরে ফেললেন। সেসময়ে দাউদের
অনুচারীরা তাঁর কাছে এই বলে শপথ করল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে আর কখনও যাবেন না,
ইস্রায়েলের প্রদীপ নিভিয়ে দেবেন না!'
১৮ পরে আর একবার গোবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; তখন হূসাতীয় সিব্বেখাই সাফকে বধ
করল; সে ছিল রাফার সন্তানদের একজন।
১৯ পরে আর একবার গোবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; যারে-ওগেরিমের সন্তান বেথলেহেমীয়
এল্হানান গাতের গলিয়াথকে বধ করল; এর বর্শা ছিল তাঁতীর একটা কড়িকাঠের মত।
২০ পরে আর একবার গাতে যুদ্ধ হল; সেখানে খুবই দীর্ঘকায় একজন ছিল, যার প্রতিটি হাত ও
পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল—সবসমেত চব্বিশটা আঙুল ছিল; সেও রাফার সন্তান। ২১ সে ইস্রায়েলকে
টিটকারি দিলে দাউদের ভাই শিমেয়ার সন্তান যোনাথান তাকে বধ করল।
২২ এই চারজন ছিল রাফার সন্তান, গাৎ-ই এদের জন্মস্থান। এরা দাউদ ও তাঁর অনুচারীদের হাতে
মারা পড়ল।

দাউদের সামসঙ্গীত

২২ যেদিন প্রভু সমস্ত শত্রুর হাত থেকে এবং সৌলের হাত থেকে দাউদকে উদ্ধার করলেন, সেদিন
তিনি প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীতের বাণী নিবেদন করলেন। ২ তিনি বললেন:

'প্রভুই আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,
৩ আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
আমার ঢাল, আমার ত্রাণশক্তি, আমার দুর্গ, আমার আশ্রয়স্থল।
হে আমার ত্রাণকর্তা, তুমি অত্যাচার থেকে ত্রাণ করেছ আমায়;
৪ আমি প্রশংসনীয় সেই প্রভুকে ডাকি,
আমার শত্রুদের হাত থেকে পাবই পরিত্রাণ।

৫ মৃত্যুর তরঙ্গমালা জড়িয়ে ধরেছিল আমায়,
ধ্বংসের খরস্রোত আতঙ্কিত করেছিল আমায়;
৬ পাতালের বাঁধন আমায় ঘিরে ফেলেছিল,
সম্মুখীন ছিল মৃত্যুর ফাঁদ।

৭ সেই সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম,
আমার পরমেশ্বরের কাছে চিৎকার করলাম;
তাঁর মন্দির থেকে তিনি শুনলেন আমার কণ্ঠ,
আমার সেই চিৎকার তাঁর কানে গেল।

৮ পৃথিবী টলে উঠল, কাঁপতে লাগল;
পাহাড়পর্বতের ভিত আলোড়িত হল,
টলে উঠল তিনি রেগে উঠেছিলেন বলে।
৯ তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে উদ্গীর্ণ হল ধোঁয়া,
তাঁর মুখ থেকে সর্বগ্রাসী আগুন;
তাঁর কাছ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার।

১০ আকাশ নত করে তিনি নেমে এলেন,
কালো মেঘ ছিল তাঁর পদতলে।

১১ খেরুব-পিঠে চড়ে তিনি উড়তে লাগলেন,
বায়ুর পাখায় ভর করে ভেসে এলেন।
১২ তিনি আবরণের মত অন্ধকারেই নিজেকে সজ্জিত করলেন,
কালো জলরাশি, ঘন ঘন মেঘ ছিল তাঁর তাঁবু।
১৩ তাঁর অগ্রণী দীপ্তি থেকে নির্গত হল মেঘপুঞ্জ,
শিলাবৃষ্টি ও জ্বলন্ত অঙ্গার।
১৪ প্রভু আকাশ থেকে বজ্রনাদ করলেন,
পরাৎপর শোনালেন নিজ কণ্ঠস্বর।
১৫ তীর ছুড়ে ছুড়ে তিনি ওদের ছত্রভঙ্গ করলেন,
বিদ্যুৎ হেনে ওদের বিহ্বল করলেন।
১৬ প্রভুর ধমকে,
তাঁর নাকের ফুৎকারের তাড়নায়
দেখা দিল সাগরের তলদেশের স্রোত,
অনাবৃত হল জগতের ভিত।
১৭ ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি আমায় ধরলেন,
জলরাশি থেকে আমায় টেনে তুললেন,
শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন,
১৮ আমার সেই বিদ্বেষীদের হাত থেকে,
যারা আমার চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল।
১৯ আমার বিপদের দিনে ওরা রুখে দাঁড়াল আমার সামনে,
প্রভু কিন্তু হলেন অবলম্বন আমার ;
২০ তিনি আমাকে বের করে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে,
আমাতে প্রীত বলেই আমাকে নিস্তার করলেন।
২১ প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে প্রতিদান দেন,
আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন ;
২২ কারণ আমি পালন করেছি প্রভুর পথসকল,
আমার পরমেশ্বরকে ত্যাগ করেছি, তেমন কুকর্ম করিনি।
২৩ তাঁর সমস্ত সুবিচার রয়েছে আমার সামনে,
আমি তাঁর বিধিনিয়মও সরিয়ে দিইনি আমা থেকে,
২৪ বরং তাঁর সঙ্গে থেকেছি নিষ্কলঙ্ক,
অন্যায় থেকে নিজেকে রেখেছি মুক্ত।
২৫ প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন,
তাঁর দৃষ্টিতে আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন।
২৬ সৎমানুষের প্রতি তুমি সৎ,
খাঁটি মানুষের প্রতি তুমি খাঁটি ;
২৭ পুণ্যবানের প্রতি তুমি পুণ্যবান,
কুটিলের প্রতি তুমি কিন্তু বিচক্ষণ।

২৮ হ্যাঁ, বিনীত জনগণকেই তুমি পরিত্রাণ কর,
গর্বোদ্ধতদের চোখ কিন্তু অবনত কর।
২৯ তুমিই তো, প্রভু, আমার প্রদীপ;
প্রভু আমার অন্ধকার উজ্জ্বল করে তোলেন।
৩০ তোমার সঙ্গে আমি সেনাদলের বিরুদ্ধে ছুটেই যাব,
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে লাফ দিয়ে প্রাচীর পার হতে পারব।

৩১ তিনিই ঈশ্বর, তাঁর পথ নিখুঁত,
প্রভুর কথা পরিশুদ্ধ;
তাঁর আশ্রয় নিয়েছে যারা,
তিনি নিজেই তাদের সকলের ঢাল।
৩২ আসলে, প্রভু ছাড়া, কেবা পরমেশ্বর?
আমাদের পরমেশ্বর ব্যতীত, শৈল কেইবা আছে?

৩৩ ঈশ্বর যিনি, তিনিই আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধেন,
তিনিই নিখুঁত করেন আমার চলার পথ।
৩৪ তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন,
তাঁরই গুণে আমি পর্বতশিখরে অবিচল হয়ে থাকতে পারি;
৩৫ তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল করে তোলেন,
তাই আমার বাহু ব্রঞ্জের ধনুক বাঁকাতে পারে।

৩৬ তুমি আমাকে দিয়েছ তোমার বিজয়ের ঢাল,
তোমার রণশিক্ষা আমায় করেছে মহান;
৩৭ প্রসারিত করেছ আমার চলার পথ,
তাই টলেনি আমার দু'টো পা।
৩৮ আমার শত্রুদের ধাওয়া করে আমি চূর্ণই করেছি তাদের,
আর ফিরে আসিনি তাদের শেষ না করে দিয়ে।
৩৯ তাদের চূর্ণ করেছি, আর উঠতে পারেনি তারা,
পড়েছে আমার পদতলে।

৪০ যুদ্ধের জন্য তুমি আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলে,
আমার আক্রমণকারীদের আমার অধীনে নত করলে,
৪১ আমাকে দেখিয়েছ আমার শত্রুদের পিঠ,
আমার বিদ্বেষীদের আমি স্তব্ধ করে দিলাম।

৪২ চিৎকার করছিল তারা, কিন্তু তাদের ত্রাণ করার মত কেউই ছিল না,
প্রভুর কাছেও, তিনি কিন্তু সাড়া দিলেন না।
৪৩ আমি তাদের গুঁড়িয়ে দিলাম পৃথিবীর ধুলার মত,
তাদের মাড়িয়ে দিলাম পথের কাদার মত।

৪৪ জনতার বিদ্রোহ থেকে তুমি রেহাই দিয়েছ আমায়,
আমায় রেখেছ জাতিসকলের শীর্ষপদে।
অপরিচিত এক জাতি আমার সেবা করে,
৪৫ বিদেশীরা এসে আমাকে অনুনয়-বিনয় করে,

আমার কথা শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হয়।
৪৬ বিদেশীরা ম্লান হয়ে
দুর্গ ছেড়ে কম্পিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

৪৭ চিরজীবী হোন প্রভু! ধন্য আমার শৈল!
আমার ত্রাণেশ্বর বন্দিত হোন!
৪৮ হে ঈশ্বর, তুমিই তো আমার জন্য প্রতিশোধ নাও,
জাতিসকলকে আমার অধীনে নত কর,
৪৯ তুমি তো আমার শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
তুমি তো আমার আক্রমণকারীদের ঊর্ধ্বেই আমাকে তুলে আন,
হিংসক মানুষের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

৫০ তাই প্রভু, জাতি-বিজাতির মাঝে আমি করব তোমার স্তুতি,
করব তোমার নামের গুণগান।
৫১ তিনি তাঁর রাজাকে বিজয়দানে মহিমান্বিত করেন,
তাঁর মসীহের প্রতি, দাউদ ও তাঁর বংশের প্রতি কৃপা দেখান চিরকাল।’

দাউদের শেষ বাণী

২৩ দাউদের শেষ বাণী এই:

‘যেসের সন্তান দাউদের দৈববাণী,
ঊর্ধ্বে উন্নীত সেই পুরুষের দৈববাণী,
যাকোবের পরমেশ্বরের যিনি অভিষিক্তজন,
ইস্রায়েলের যিনি মধুর গায়ক, তাঁরই দৈববাণী।

২ প্রভুর আত্মা আমাতে কথা বলছেন,
তাঁর বাণী আমার জিহ্বায় বিরাজিত।
৩ যাকোবের পরমেশ্বর কথা বললেন,
ইস্রায়েলের শৈল আমাকে বললেন:
যিনি ধর্মময়তায় মানুষদের শাসন করেন,
যিনি ঈশ্বরভীতিতে শাসন করেন,
৪ তিনি মেঘশূন্য সকালে সূর্যোদয়ে এমন প্রাতঃকালীন আলোর মত,
যা বৃষ্টির পরে ভূমির নবীন অঙ্কুর দীপ্তিময় করে তোলে।

৫ তেমনিই ঈশ্বরের কাছে আমার কুল স্থিতমূল,
হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তিনি চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থির করলেন,
তা সবদিকে সুসম্পন্ন ও সুরক্ষিত;
আমার সমস্ত বিজয়, আমার সমস্ত বাসনা
তিনি কি সম্পূর্ণরূপে অঙ্কুরিত করবেন না?

৬ কিন্তু ধূর্তরা কাঁটার মত,
যা আটি বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়, যা হাতে ধরা যায় না।

৭ যে কেউ সেগুলোকে স্পর্শ করবে,
সে লৌহদণ্ড বা বর্শাদণ্ড দ্বারা তা স্পর্শ করবে;
শেষে সেইসব আগুনে একেবারে ছাই করা হবে।'

দাউদের বীরপুরুষেরা

৮ দাউদের বীরপুরুষদের নামাবলি:
হাখ্‌মোনীয় ঈশ-বায়াল: তিনি সেই তিন লোকের দলের নেতা; তিনি আটশ' লোকের বিরুদ্ধে
বর্শা হাতে ধরে এক লড়াইতেই তাদের বিঁধিয়ে দিলেন।
৯ তাঁর পরে আহোহীয় দোদোর সন্তান এলেয়াজার: তিনি দাউদের সঙ্গী সেই তিন বীরপুরুষদের
একজন, যাঁরা যুদ্ধের জন্য বিন্যস্ত ফিলিস্তিনিদের টিটকারি দিলেন যখন ইস্রায়েলীয়েরা
উচ্চস্থানগুলির দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। ১০ তিনি দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনিদের আঘাত করলেন, যতক্ষণ না
তাঁর হাত শ্রান্ত হয়ে খড়্গে জোড়া লেগে গেল। প্রভু সেদিন মহাবিজয় সাধন করলেন এবং লোকেরা
কেবল লুট করার জন্যই এলেয়াজারের অনুসরণ করল।
১১ তাঁর পরে হারারীয় আগির সন্তান শাম্মা: ফিলিস্তিনিরা লেখিতে সমবেত ছিল; সেখানে এক
মাঠ মসুরে পরিপূর্ণ ছিল; লোকেরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালাচ্ছিল ১২ আর শাম্মা সেই
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা রক্ষা করলেন ও ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করলেন; আর প্রভু মহাবিজয়
প্রদান করলেন।
১৩ সেই ত্রিশ লোকের দলের তিনজন ফসল কাটার সময়ে আদুল্লাম গুহাতে দাউদের কাছে
গেলেন; সেসময়ে ফিলিস্তিনিদের এক সৈন্যদল রেফাইম উপত্যকায় শিবির বসিয়েছিল। ১৪ দাউদ
সেসময়ে দৃঢ়দুর্গে ছিলেন, এবং ফিলিস্তিনিদের এক প্রহরী দল বেথলেহেমে ছিল। ১৫ দাউদ এই বলে
নিজের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, 'হায়! বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে, কেউ যদি
আমাকে সেই কুয়োর জল এনে পান করতে দিত!' ১৬ সেই তিন বীরপুরুষ ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদের
মধ্য দিয়ে বলপ্রয়োগে গিয়ে, বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে, তার জল তুলে নিয়ে
দাউদের কাছে অর্পণ করলেন, কিন্তু তিনি তা পান করতে রাজি হলেন না, বরং প্রভুর উদ্দেশে তা
ঢেলে ফেললেন; ১৭ তিনি বললেন, 'প্রভু, এমন কাজ আমি যেন না করি! যারা নিজেদের প্রাণের
ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছে, এ কি তাদের রক্ত নয়?' তাই তিনি তা পান করতে রাজি হলেন না। ওই তিন
বীরপুরুষ এই সকল কাজ সাধন করেছিলেন।
১৮ সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ভাই আবিশাই সেই ত্রিশজনের প্রধান ছিলেন: তিনিই তিনশ'
লোকের উপরে বর্শা চালিয়ে তাদের বধ করলেন ও সেই ত্রিশজনের মধ্যে সুনাম অর্জন করলেন।
১৯ তিনি কি সেই ত্রিশজনের মধ্যে অধিক গৌরবের পাত্র ছিলেন না? এজন্য তাঁদের দলপতি হলেন,
তবু সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না।
২০ যেহোইয়াদার সন্তান কাব্সেলীয় সেই বীর্যবান বেনাইয়া: তিনি পরাক্রান্ত নানা কর্মকীর্তির জন্য
বিখ্যাত; তিনিই মোয়াবীয় আরিয়েলের দুই সন্তানকে বধ করলেন; তাছাড়া তিনি বরফের দিনে
গিয়ে কুয়োর মধ্যে একটা সিংহ মারলেন। ২১ তিনি একজন দীর্ঘকায় মিশরীয়কেও বধ করলেন;
সেই মিশরীয়ের হাতে একটা বর্শা ছিল আর এঁর হাতে ছিল একটা লাঠি: ইনি গিয়ে সেই মিশরীয়ের
হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে তার সেই বর্শা দ্বারা তাকে বধ করলেন। ২২ যেহোইয়াদার সন্তান
বেনাইয়া এই সকল কাজ সাধন করলেন, তাই তিনি সেই ত্রিশজনের মধ্যে সুনাম অর্জন করলেন।
২৩ সেই ত্রিশজনের মধ্যে তিনি বিশেষ গৌরবের পাত্র, তবু সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না;
দাউদ তাঁকে তাঁর আপন রক্ষী-সেনার প্রধান করলেন।
২৪ যোয়াবের ভাই আসাহেল ওই ত্রিশজনের মধ্যে একজন ছিলেন; বেথলেহেমীয় দোদোর সন্তান

এল্হানান, ২৫ হারোদীয় শাম্মা, হারোদীয় এলিকা, ২৬ পেলেথীয় হেলেস, তেকোয়ীয় ইক্কেশের সন্তান
ইরা, ২৭ আনাথোতীয় আবিয়াজের, হূসাতীয় মেবুন্নাই, ২৮ আহোহীয় সাল্‌মোন, নেটোফাতীয়
মাহারাই, ২৯ নেটোফাতীয় বানার সন্তান হেলেব, বেঞ্জামিন-সন্তানদের গিবেয়া-নিবাসী রিবাইয়ের
সন্তান ইত্তাই, ৩০ পিরাথোনীয় বেনাইয়া, নাহালে-গাশ-নিবাসী হিদ্দাই, ৩১ আর্বতীয় আবি-আল্‌বোন,
বাহুরিমীয় আজ্‌মাবেৎ, ৩২ শায়াল্‌বোনীয় এলিয়াহ্‌বা, গুন-নিবাসী যাশেন, ৩৩ হারারীয় শাম্মার সন্তান
যোনাথান, আফারীয় শারারের সন্তান আহিয়াম, ৩৪ মায়াখাথীয় আহাস্‌বাইয়ের সন্তান এলিফেলেট,
গিলোনীয় আহিথোফেলের সন্তান এলিয়াম, ৩৫ কার্মেলীয় হেস্রাই, আরবীয় পারাই, ৩৬ জোবা-নিবাসী
নাথানের সন্তান ইগাল, গাদীয় বানি, ৩৭ আম্মোনীয় সেলেক, সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের অস্ত্রবাহক
বেরোথীয় নাহারাই, ৩৮ ইয়াত্তিরীয় ইরা, ইয়াত্তিরীয় গারেব, ৩৯ হিত্তীয় উরিয়া: সবসমেত
সাঁইত্রিশজন।

লোকগণনা ও মহামারী

২৪ প্রভুর ক্রোধ ইস্রায়েলের উপরে আবার জ্বলে উঠল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাউদকে উত্তেজিত
করলেন; তিনি বললেন, 'যাও, ইস্রায়েল ও যুদার লোকগণনা কর।' ২ রাজা যোয়াবকে ও তাঁর সঙ্গে
যে অধিনায়কেরা ছিল, তাদের বললেন, 'তুমি দান থেকে বের্‌শেবা পর্যন্ত ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর
সব জায়গায় যাও; তোমরা লোকগণনা কর, যেন আমি আমার দেশের জনসংখ্যা জানতে পারি।' ৩
যোয়াব রাজাকে বললেন, 'এখন যত লোক আছে, আপনার পরমেশ্বর প্রভু তার সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি
করুন, এবং আমার প্রভু মহারাজ যেন নিজেরই চোখে তা দেখতে পান! কিন্তু আমার প্রভু
মহারাজের তেমন বাসনা হল কেন?' ৪ কিন্তু তবুও রাজা যোয়াবের আর অধিনায়কদের উপরে
নিজের হুকুম জারি করলেন, তাই যোয়াব আর অধিনায়কেরা ইস্রায়েলের লোকগণনা করার জন্য
রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

৫ তাঁরা যর্দন পার হয়ে আরোয়েরে, অর্থাৎ গাদ উপত্যকার মধ্যস্থলে যে শহর রয়েছে, তারই
দক্ষিণদিকে শিবির বসালেন; পরে যাসেরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ৬ পরে তাঁরা গিলেয়াদে ও
হদ্‌সির নিচে অবস্থিত অঞ্চলে গেলেন; পরে একবার দান-যানে গিয়ে ঘুরে সিদোনে এসে
পৌঁছলেন। ৭ পরে তুরসের দুর্গে এবং হিব্বীয়দের ও কানানীয়দের সমস্ত শহরে গেলেন, আর শেষে
যুদার নেগেবে, বের্‌শেবায়, এসে উপস্থিত হলেন। ৮ এইভাবে সমস্ত দেশ পার হওয়ার পর তাঁরা নয়
মাস কুড়ি দিন শেষে যেরুসালেমে ফিরে এলেন। ৯ যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজাকে
দিলেন: ইস্রায়েলে আট লক্ষ শক্তিশালী খড়্গধারী যোদ্ধা ছিল; যুদায় পাঁচ লক্ষ।

১০ কিন্তু দাউদ লোকগণনা করাবার পর তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে কাঁপতে লাগল। দাউদ প্রভুকে
বললেন, 'তেমন কাজ করে আমি মহাপাপ করেছি। কিন্তু এখন, প্রভু, তোমার দাসের এই অপরাধ
ক্ষমা কর, আমি তো বড় নির্বোধের মতই ব্যবহার করেছি!'

১১ কিন্তু পরদিন, দাউদ যখন সকালে উঠলেন, তখন প্রভুর বাণী দাউদের দৈবদ্রষ্টা গাদ নবীর
কাছে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেছিল: ১২ 'দাউদকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার
কাছে তিনটে প্রস্তাব রাখি, তার মধ্যে তুমি একটা বেছে নাও, আমি সেইমতই তোমার প্রতি ব্যবহার
করব।' ১৩ তাই গাদ দাউদের কাছে গিয়ে তাঁকে এই কথা জানালেন; বললেন, 'আপনি কী চান?
আপনার দেশে তিন বছর দুর্ভিক্ষ হবে? না, আপনার শত্রু তিন মাস আপনার পিছনে ধাওয়া করবে
আর আপনি সেই তিন মাস ধরে তার আগে আগে পালাতে থাকবেন? না, আপনার দেশে তিন দিন
মহামারী হবে? আপনি এখন বিবেচনা করে দেখুন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমি কী
উত্তর দেব।' ১৪ দাউদ গাদকে বললেন, 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন! মানুষের হাতে পড়ার চেয়ে, আসুন,
আমি যেন প্রভুরই হাতে পড়ি, কারণ তাঁর করুণা মহান।' ১৫ তাই সেই সকাল থেকে নির্দিষ্ট সময়

পর্যন্ত প্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী ডেকে আনলেন; দান থেকে বের্‌শেবা পর্যন্ত জনগণের সত্তর
হাজার লোক মারা গেল।
১৬ কিন্তু যখন যেরুসালেম বিনাশ করার জন্য [প্রভুর] দূত তার উপর হাত বাড়ালেন, তখন
তেমন অমঙ্গলের বিষয়ে প্রভুর মনে দুঃখ হল; যে দূত লোকদের বিনাশ করছিলেন, তাঁকে তিনি
বললেন, 'আর নয়! এবার হাত ফিরিয়ে নাও।' সেসময়ে প্রভুর দূত যেবুসীয় আরাউনার খামারের
কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ১৭ দূতকে লোকদের আঘাত করতে দেখে দাউদ প্রভুকে বললেন, 'দেখ,
আমিই পাপ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? তবে আমার উপরে ও
আমার পিতৃকুলের উপরেই তোমার হাত ভারী হোক।'
১৮ সেদিন গাদ দাউদের কাছে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'চলুন, যেবুসীয় আরাউনার খামারে প্রভুর
উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গড়ে তুলুন।' ১৯ প্রভুর আজ্ঞামত দাউদ গাদের কথা অনুসারে উঠে
গেলেন। ২০ আরাউনা তাকিয়ে যখন দেখতে পেল, রাজা ও তাঁর অনুচারীরা তার কাছে আসছেন,
তখন বাইরে এসে রাজার সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল। ২১ আরাউনা বলল, 'আমার
প্রভু মহারাজ তাঁর দাসের কাছে কিজন্য এসেছেন?' দাউদ বললেন, 'আমি তোমার কাছে এই
খামার কিনতে এসেছি; প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে তুলব, যেন লোকদের উপর থেকে
মড়ক থামে।' ২২ আরাউনা দাউদকে বলল, 'আমার প্রভু মহারাজ যা ভাল মনে করেন, তা-ই নিয়ে
উৎসর্গ করুন! এই যে, আহুতির জন্য এই বলদগুলো এবং ইন্ধনের জন্য এই মাড়াই-যন্ত্র ও বলদের
সজ্জা আছে। ২৩ হে রাজন্‌, আরাউনা রাজাকে এই সমস্ত দান করছে।' আরাউনা রাজাকে আরও
বলল, 'প্রভু আপনার পরমেশ্বর আপনার প্রতি প্রসন্ন হোন!' ২৪ কিন্তু রাজা আরাউনাকে বললেন,
'তা হতে পারবে না; আমি উপযুক্ত দাম দিয়েই তোমার কাছ থেকে এই সমস্ত কিছু কিনব; আমি
আমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে এমন আহুতি দেব না, যার জন্য কোন দাম দিইনি।' দাউদ পঞ্চাশ
রুপোর টাকায় সেই খামার ও বলদগুলো কিনে নিলেন; ২৫ সেই জায়গায় দাউদ প্রভুর উদ্দেশে
একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। তখন প্রভু দেশের প্রতি
প্রশমিত হলেন, ফলে মড়ক ইস্রায়েলকে আর আঘাত করল না।